মামার জন্মদিন

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

শ্রী গুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

কী যে করা যায়, অনেকক্ষণ ধরেই ভাব্‌ছে টুসি। ভয়ানক ভাবেই ভাব্‌ছে।

আস্‌ছে বুধবার পাড়ার ছেলেরা যাচ্ছে পিক্‌নিকে, টুসিকেও যোগ দেবার জন্যে সেধেছে তারা। সাধ্‌বার যে খুব বেশি অপেক্ষা ছিল তা নয়; পা বাড়িয়েই বসেছিল টুসি, বল্‌তে গেলে; কিন্তু এখন, অনেক ভেবে-চিন্তে, পা-টা আবার গুটিয়ে ফেল্‌তেই না হয়, এই রকমই তার আশঙ্কা হচ্ছিল।

অসুবিধাটা পিক্‌নিকে যাওয়া নিয়ে না, অসুবিধাটা হচ্ছে ঐ বুধবারে। বুধবার ইস্কুল আছে, আর, ইস্কুল-কামাই করাই মহা মুস্কিল।

সাধারণতই, বুধবারগুলোয় ইস্কুল থাকে। ওগুলো, রবিবার থেকে, স্বভাবতঃই এত সুদূরে যে ইস্কুল সেদিন না থেকেই পারে না। এবং শনিবারের পরই, ঠিক পর দিবসেই, বুধবার হতে এখন পর্য্যন্ত

দেখা যায় নি। হঠাৎ যদি কোনো নামজাদা লোক হার্টফেল্ করে' না মারা পড়ে, তাহলে বুধবারে হলিডে হবার কোনো আশঙ্কাই নেই। বরং সেদিন ঘোরতরভাবে ইস্কুল হওয়াই দস্তুর, সেদিন হোম্‌টাস্‌ক্‌ও থাকে বেশি বেশি, মাষ্টাররাও কেমন যেন বিগ্‌ড়ে থাকেন, এবং প্রায়ই বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে পড়্‌তে হয়!

এহেন কোনো বুধবারে ইস্কুলে না যেতে হলে তো হাতে-হাতেই স্বর্গ, কিন্তু স্বর্গসুখের কথা ভাব্‌তেই, হৃৎকম্প হচ্ছে টুসির।

সেদিন যে কোনো নামজাদা লোক ভবলীলা সাঙ্গ করে' তাকে বাধিত করবেন এমন দুরাশাও সে পোষণ করতে পারছে না। কটাই বা নামজাদা লোক আছে, আর, যাও বা আছে, মরবার তাদের ইচ্ছেই নেই, এবং দুঃখের কথা বল্‌তে কি, মর্‌ছেও তারা ভারী কালে-ভদ্রে! বেঁচে থেকে তো তারা ছেলেদের কোনো কাজেই লাগে না, তাদের নিজেদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের ছাড়া, বাইরের কারো উপকারে আসেই কি না সন্দেহ, কিন্তু ভদ্রলোকের মত মুখটি বুজে মারা গিয়ে, অন্ততঃ একদিনের জন্যেও, রাজ্যের ছেলেদের খুসী করে যাবে, এমন মৎলব কি আছে ওদের কারো? যদি যথাসময়ে, মরতেই না জান্‌ল, তাহলে অমন নাম কিনে কী-ই বা লাভ, আর ওরকম জীবন ধারণ করে' মজাই বা কী?

যতই সমস্যাটার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করে, যতই সে ঘুর্‌পাক্ খায় ততই মাথা ঘুরে যায় টুসির।

সেদিন ইস্কুল না গেলেই তো হয়? কিন্তু সে-কথা টুসি ভাব্‌তেই পারে না। তার বাবা ইস্কুল-কামাই-করার ভারী বিরুদ্ধে। ইস্কুলের

ছুটি না থাক্‌লেই, ইস্কুলের দিকে ছুটোছুটি থাক্‌বে, এই তাঁর ধারণা। বহুকালের বদ্ধমূল এই কুসংস্কার থেকে তাঁকে টলানো শক্ত। এবং হেড মাষ্টার পাঁচকড়ি বাবু,—না, তিনি ইস্কুল-কামায়ের ততটা বিরোধী না হলেও—অত বড় ইস্কুলে অমন দু-পাঁচটা ছেলের গর্‌হাজিরে তাঁর কী ই বা আসে যায়?—ইস্কুল তেমনি জম্‌জমাট্ থাকে; গোলমালের কিচ্ছু ঘাট্‌তি হয় না। বল্‌তে কি, এম্‌নিতেই যথেষ্ঠ সোরগোল, পাঁচ-ছটা কণ্ঠের কম্‌তির জন্যে তাঁর তেমন উৎকণ্ঠাই নেই। না, তিনি ততটা বিপক্ষে না হলেও সামান্য একটু বাধা এই, গার্জ্জেনের চিঠি নিয়েই তিনি ছুটি দেবার পক্ষপাতী।

এবং উক্ত পাঁচকড়ি বাবু আবার তার বাবার বিশেষ বন্ধু। সেই পাশাপাশি এক বেঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকার সময় থেকেই, বল্‌তে গেলে!—

টুসি যদি বাবার চিঠি না নিয়ে, বলা-নেই-কওয়া-নেই, হঠাৎ এম্‌নি কামাই করে' বসে, পরদিনই পাঁচকড়ি বাবু সশরীরে তাদের বাড়ী এসে হাজির হবেন! এবং—হয়ত!—এবং আর কি! এবং বলাই বাহুল্য!

কাজেই, এই গোলোযোগের ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে যতই সে ভেবে উঠ্‌ছে, ততই মাথা ঘুরে যাচ্ছে টুসির। কোনোদিকে কোনো কিনারাই দেখ্‌ছে না সে।

অগত্যা, টুসি ভেবে রাখ্‌লে, রোব্‌বার, একসঙ্গে খাবার মুখে, বাবার কাছে পাড়্‌বে কথাটা!—

রবিবার ছাড়া তো বাবার সঙ্গে খাবার সুযোগ তার হয় না, এবং ঐ খাবার সময়টাই হচ্ছে মোক্ষম্! বাবাদের কাছ থেকে যা-কিছু আদায় করবার সন্ধিক্ষণ ঐ! দুরভিসন্ধি-সিদ্ধির অর্দ্ধোদয়যোগ বল্‌তে গেলে!

কেবলমাত্র নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর সাম্‌নেই, বাবাদের মন কেমন নরম হয়—এবং, ছেলেদের আব্‌দার, সুরসাল অন্নব্যঞ্জনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, ভুলক্রমে গিলে বসেন বাবারা। আর, একবার কোনোরকমে গিল্‌লেই হোলো! যে-বাবার কাছ থেকে, ভুলিয়ে-ভালিয়েও, একটা পয়সা বার করা যায় না, এহেন অসতর্ক সময়ে, তাঁর কাছ থেকে গোটা একটা টাকাই বেরিয়ে আস্‌তে দেখা গেছে। হয়ত একটা মিষ্টান্নকে মঞ্জুর করার মুহূর্ত্তে, রসায়িত অবস্থায়, ভ্রমবশতঃই, ঘাড় নেড়ে ফেলেছেন, বলেছেন 'আচ্ছা'—কিন্তু সে-আচ্ছা মিষ্টান্নকে বলেছেন, কি, ছেলেকে বলেছেন সেবিষয়ে পরে তাঁর ঘোরতর সন্দেহ জাগ্‌লেও, তারপরে তাকে আর বাজেয়াপ্ত করা যায় না। কোনো প্রকারে একটা কথা আদায় কর্‌লেই হোলো, তারপর সে-কথার আর নড়চড় হবার যো নেই—বাবাদের ওটা স্বাভাবিক নিয়ম। কথা রাখ্‌তে জুটি নেই বাবাদের মতো। ছেলেদের কাছে এবিষয়ে আদর্শস্থল হবার জন্যে, বেশ একটু যেন, ঝোঁক্‌ই রয়েছে বাবাদের ;—ভয়ানকরকম দুর্ব্বলতাই রয়েছে বল্‌তে গেলে ; টুসি বারম্বার তা পরীক্ষা করে' দেখেছে।

কিন্তু এবার টুসি পিক্‌নিকের কথা পাড়্‌তেই, বাবা মাছের মুড়োটাকে মুখ থেকে নামিয়ে রাখ্‌লেন :

"য়্যাঁ? পিক্‌নিক্? পিক্‌নিক্ কেন? বাড়ীতে কি খেতে পাস্‌নে যে পিক্‌নিকে যাবি? পিক্‌নিকে তো যায় যত লিক্‌লিকে ছেলেরা, যত পেটুক আর ডান্‌পিটের দল! খাবার জন্যেই তারা যায়, তাছাড়া আর কি? পিক্‌নিক্ মানেই তো যতো রাঁধো আর যা-তা রাঁধো আর রেধেঁ বেড়ে খুব কসে খাও! তোকে যেতে হবে না পিক্‌নিকে। কেন,

টুসির মুস্‌কিল্‌—

"কেন, তোর মুড়োটা কি ছোটো
দিয়েছে ঠাকুর ? তবে ? তবে কেন ?—"

তোর মুড়োটা কি ছোটো দিয়েছে ঠাকুর? তবে? তবে কেন? ইস্কুল কামাই করে' পিক্‌নিক্ কেন তবে? দেখি, মিলিয়ে দেখি, না, ছোটো ত্থায় নিতো! তবু, তবু সখ ত্থাখো ছেলের! নে, এই মুড়োটাও খা তবে, এইখেনে, বাড়ীতে বসেই পিক্‌নিক্ কর্ যত খুসি!—"

মানুষের কাঁধেই কি, আর মানুষের পাতেই কি, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ওটা একটা, ততক্ষণই মুড়ো, কিন্তু তার বেশি হলেই ফ্যাসাদ্, তখন ওকে হুড়োর মধ্যেই গণ্য করা উচিত। এমন কি, নেহাৎ মাছের হলেও, পরের মাথা খাওয়ায় তখন আর মানুষের কোনো স্বার্থ থাকে না, আসল সার্থকতাই লোপ পায় তখন। কাজেই বাবার কাছে, হুড়ো খেয়েই, পিক্‌নিক্-পর্ব্ব সেদিন প্রায়-সমাধা কর্‌তে হোলো টুসিকে।

টুসি কিন্তু সহজে দম্‌বার ছেলে না। সোমবার দিন ইস্কুলে গিয়ে অন্য চেষ্টা দেখ্‌ল সে। সটান্ পাঁচকড়ি বাবুর কাছেই গিয়ে হাজির হোলো:

"স্যার্, বুধবার দিন আমি আস্‌তে পার্‌বনা, স্যার্!—" চোখ-কান বুজে বলেই বস্‌ল্ সে।

"কেন? কি জন্যে শুনি?"

'—পেটের অসুখের জন্যে—' ঝোঁকের মুখে, টুসি প্রায় বলে' ফেলেছিল আর কি, কিন্তু তক্ষুনি সে সাম্‌লে নিলে এই ভেবে, যে, দুদিন আগে থেকে, পেটের অসুখের নোটিশ্ দিয়ে রাখ্‌লেও, পরে আবার ইস্কুল-হাজিরার দিবসে বাবার চিঠি আনার দায় থেকে তাতে পরিত্রাণ নেই, তার চেয়ে অসুখটা বাবার ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়াই নিরাপদ।

"বাবার অসুখ করেচে কি না! তাই!" টুসি বলে আস্তে আস্তে।

"বেশ, চিঠি লিখিয়ে এনো তবে।"

"অসুখে মাথার কি আর ঠিক আছে বাবার যে চিঠি লিখ্‌বেন!" অখুসি মুখেই বলে টুসি।

"ঘনশ্যামের মাথার ব্যামো? বটে? কদ্দিন থেকে? আমি তখনই জান্‌তাম্! যখনই ও থিয়জফির পাল্লায় পড়েছে, আর ভূত ভূত করে' মাথা ঘামাতে সুরু করেছে, তখনই জানি ওর ভবিষ্যৎ অন্ধকার, রাঁচী যেতে আর বেশি দেরি নেই! তা, মাথা খারাপ হয়েছে কদ্দিন? আমাকে খবর দাও নি কেন? আর—আর খবর দিয়েই বা কী কর্‌তে! মাথা-ভালো অবস্থাতেই আমাকে তাড়া করেছে, এখন আর আমাকে দেখ্‌লে কি সে চিন্‌তে পার্‌বে? চিন্‌লেই কি রক্ষে রাখ্‌বে আর? একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে? য়্যাঁ? তাই নাকি?"

পাঁচকড়িবাবুর, মিনিটে-পঞ্চাশ-মাইল-বেগে, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার তাড়নায়, উত্তর দেবে কি, একদম্ হক্‌চকিয়েই গেছে টুসি।

"ঘনশ্যাম আস্ত উন্মাদ! হায় হায়! আমাদের ঘনশ্যাম! সেই ঘনশ্যাম! হায় হায়।—"

পাঁচকড়িবাবু হায় হায় করতে করতে বলেন: "একদিনের কেন, যদ্দিন দরকার, আমার ছুটি দেয়া থাক্‌ল। কায়মনোবাক্যে বাবার সেবা করগে বাবা,—পিতৃ-সেবার মতো আর পুণ্য নেই।"

"বুধবার দিন ডাক্তার আস্‌বেন কিনা, আমাকে থাক্‌তে হবে বাড়ীতে। ঐ একটা দিন কেবল! ঐ দিনটা ছুটি দিলেই হবে।"

এই বলে' তাড়াতাড়ি আপিস ঘরের বাইরে এসে, হাঁপ্ ছেড়ে টুসি বাঁচে।

মিথ্যে কথা বলে' মনটা কেমন করে টুসির। ভারী ওর খারাপ লাগ্‌তে থাকে। জুতোর মধ্যে কাঁটা উঠলে ঠিক যেমন হয়—চল্‌তে ফিরতেই খচ্‌খচ্ করে কেবল। কেমন যেন ওর অসোয়াস্তি লাগে। বাবা ওকে পই পই করে মানা করে' দিয়েছেন মিথ্যে কথা বল্‌তে। সত্য কথার হচ্ছে ধ্রুবতারার ধরণ, এক জায়গায় এক্‌লা দাঁড়িয়ে থাকে, চিরদিন তার একই পরিচয়, একইরকম জ্যোতি; তার আলোয় সব কিছু চিনে নাও, দিগ্বিদিক্ ঠিক করো, কিন্তু মিথ্যেরা হচ্ছে যত ব্যাসিলির মতো, রোগের জীবাণুরা যেমন! একটা থেকে ছুটো, ছুটো থেকে চারটে, চারটে থেকে আটটা—এই রকমে নিজেরা ভেঙে ভেঙে ক্রমাগত বেড়েই চলে, মিথ্যে কথার আর অন্ত হয় না। এম্‌নি করে, লোকের মুখে মুখে বেড়ে বেড়ে যতই ছড়ায় ততই আরো মারাত্মক হয়ে পড়ে। মহামারি কাণ্ড আর কি! মিথ্যে কথার অসুবিধা অনেক। আনুষঙ্গিক বহুবিধ জ্বাজ্জ্বল্যমান্ দৃষ্টান্ত দিয়েও বোঝাতে কসুর করেননি ওর বাবা।

ভারী মন নিয়ে বাড়ী গেল টুসি। বাবা তার জন্যেই উদ্বিগ্নমুখে বসেছিলেন। কোন্ ইস্কুলের কে এক মাষ্টার—খুব সম্ভব হেডমাষ্টারই নাকি—মারা পড়েছে, রাস্তা থেকে কানাঘুঁষা শুনে এসেছেন, কিন্তু ছেলের মুখ চুণ দেখে, সে যে কোন্ ইস্কুলের, তা টের পেতে তাঁর দেরী হয় না। দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে', তিনি টুসিকে সান্ত্বনা ছান্ঃ

"মন খারাপ করে' কি করবি? নিয়তি কি কেউ আট্‌কাতে পারে?

কপালের লিখন কে খণ্ডাবে? যম কি আর হেডমাষ্টার দেখে ভয় খায়? দারোগারই তোয়াক্কা রাখে না বল্‌তে গেলে। দুঃখের বিষয় বটে, পড়াত কেমন কে জানে, তবে পাঁচকড়ি লোকটা ভালই ছিল, কেবল ভূত মান্‌ত না, এই যা—কিন্তু তার আমিই বা কি করব, আর তুইই বা কি করবি! মরানো-বাঁচানো কি আমাদের হাতে? আমি তো নিজেই কতদিন এক চড়ে ওকে সাবাড় করতে চেয়েছি, পেরেচি কি? আমাদের কম্ম নয় লোককে মারা। বিধাতা নিজেই হিম্‌সিম্‌ খেয়ে যাচ্ছেন বল্‌তে গেলে!—"

বাবার কাতরোক্তির ভেতব থেকে, পাঁচকড়ির অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে আকাশ থেকে পড়ে টুসি। একেবারে চিৎপাৎ হয়েই পড়ে। কিন্তু উঠবার আর চেষ্টামাত্র না করেই, সুযোগটা সে সদ্ব্যবহারে লাগিয়ে ছায়, সময় নষ্ট না করে', তক্ষুনিই লাগায়ঃ

"বুধবার দিন আমাকে আর ইস্কুলে যেতে হবে না বাবা! আমাদের—আমাদের ইস্কুল বন্ধ কিনা সেদিন!"

যে-মাটিতে মানুষ পড়ে, তাই ধরেই তাকে উঠতে হয় কিনা! স্বয়ং বাবার কাছে শুনেই তার শেখা।

"তা হবেই তো! বন্ধ হবে না! অত বড় একটা হেডমাষ্টার মারা পড়্‌ল! একটা ধূম্রলোচন পড়ে গেল, বল্‌তে গেলে! বন্ধ হবার কথাই তো! আমি মারা গেলেও একদিন ইস্কুল বন্ধ দিতে বল্‌তাম পাঁচকড়িকে, উইল্‌ করেই বলে' যেতাম, কিন্তু সেই আগে থেকে মারা গিয়ে বস্‌ল! কী আর হবে?"

ঘনশ্যামবাবুর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে যায়। পড়বার কথাই বটে।

"পাঁচকড়িবাবু লোক খুব বিরল ছিলেন? না, বাবা?" ব্যাকরণ-সম্মত সাধু ভাষায় শোক-প্রকাশের চেষ্টা পায় টুসি।

"বিরল ছিলেন? বিরল? বিরল না ছাই! ওরকম লোক তো মাঠে-ঘাটে হাটে-বাজারে আক্‌চার্! কতো চাস্? বিরল না বলে' বিড়াল ছিলেন বল্‌তে পারিস্ বরং!" ঘনশ্যামের বিরক্তিসূচক অভিমত ব্যক্ত হয়।

"বিড়াল? বিড়াল কেন?" টুসি ঠিক বুঝ্‌তে পারে না।

"বিড়ালই তো! বিরলে আর বিড়ালে তো কেবল আ-কারের তফাৎ? ঘনশ্যামের সঙ্গে বিড়ালেরও তাই। আকারেই শুধু পার্থক্য! বিড়ালের চারটে পা, ঘনশ্যামের মোটে দুটো, তার ওপরে—তার ওপরে ঘনশ্যামের আবার ল্যাজ নেই! চেহারাতেই মেরেছে!"

"তা হোক্‌গে, জ্যান্ত অবস্থায় পাঁচকড়িবাবু লোক খুব ভাল ছিলেন, আমি বল্‌ব!—" টুসির দুঃসাহস বাড়ে ক্রমশঃ। "কিন্তু, ভারী বেঞ্চির ওপর দাঁড় করাতেন এই যা!"

"ও বাবা! তাও জানিস্‌নে বুঝি! ইস্কুলে পড়্‌তে নিজে কি কম দাঁড়িয়েছিল বেঞ্চিতে? আমাদের বেঞ্চিটা তো ক্ষইয়েই ফেলেছিল বল্‌তে গেলে! তারপর আমি যোগ দিলে তো আর কথাই ছিল না! আমরা দুজনে একদিন যুগপৎ দাঁড়িয়ে একটা বেঞ্চি ভেঙেই ফেলেছিলাম প্রায়!" সগর্বেই বলে' বসেন ঘনশ্যাম।

ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির উত্তরাধিকার-সূত্র লাভ করে' টুসির মন অনেকখানি সান্ত্বনা পায়। "কিন্তু যাই বলো বাবা, ভদ্রলোক খুব ভালো ছিলেন,—না কি? মারা গেলেন এই যা!"

"মারা যাবে না? যখনই ও ভূত মান্‌ত না, আর বল্‌ত, থিয়জফি

টুসির মুস্‌কিল্—

"কপালের লেখন কে খণ্ডাবে? যম
কি আর হেড্‌মাষ্টার দেখে ভয় খায়?—"

স্রেফ্ গাঁজা, তখনই আমি জান্তাম ওর বেশী বিলম্ব নেই! ভূতেরাই ওর ঘাড় মট্‌কাবে। রেগেমেগে, নিজেদের দলে ওকে টেনে নিলে বলে'! এখন তো স্বয়ং ভূত হয়ে, প্রেততত্ত্ব সত্যি কিনা, হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছেন নিজে। এখন ? এখন কী ?"

টুসির দিকে লক্ষ্য করে' পাঁচকড়ির উদ্দেশ্যেই ঘনশ্যামের প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু পাঁচকড়ি কোথায় ? প্রেতলোক থেকে জবাব দেবার তার কি অবকাশ আছে তখন ? আর টুসিই বা তাঁর জবানি, কী সদুত্তর যোগাবে ? স্বয়ং এই পৃথিবীতে সশরীরে বর্ত্তমান থেকে ?

"থিয়জফি কী বাবা ?" টুসি জিগ্যেস্ করে তার বদলে।

"পাঁচকড়ির মতে গাঁজা। আমার মতে আসল খাঁটি। চোখেই দেখা যায় থিয়জফি। ভূত প্রেতরা রয়েছে, জলজ্যান্তই রয়েছে, এই কথাই বল্‌ছে থিয়জফি। আমরা মর্‌লে কী হবো ? কী হবো শুনি ? ভূতই হবো তো ? আলবৎ হবো। মারা গেলেও, বাজে খরচ হবার যো-টি নেই বাবা! থিয়জফির এম্‌নি মাহাত্ম্য! তবে হ্যাঁ, ভূত না হয়ে পেরেতও হতে পারি—"

সেরকম পদোন্নতির সম্ভাবনাও আছে, ঘনশ্যাম জানান্।

"না, না—বাবা!" বাবার প্রেতত্বপ্রাপ্তি টুসির খুব মনঃপূত নয়।

"না! তুই বল্লেই না! তোর কথায় আর কি! নিশ্চয় হতে হবে। হতেই হবে। মারে কে ? ওই পাঁচকড়েকেই তোকে দেখিয়ে দিতে পারি, এখানে টেনে এনে। একটা প্ল্যান্‌চেট্ পেলে এখনই ওকে নামানো যায়। আন্‌ব হতভাগাকে ?"

"না না, বাবা!" টুসি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে।

"তবে ? তবে বল্‌ছিস্ কেন যে ভূত নেই ? ভগবান আছেন কিনা সন্দেহ, না মান্‌তেও পারিস্ ইচ্ছা কর্‌লে, মার্‌তে আসবেন না ভদ্রলোক,—কিন্তু ভূত ? হুম্ বাবা !"

বাবার মুখে কাবার-করা হাসি। কেল্লাফতের জয়-পতাকা !

"যাক্, পাঁচকড়েটা বেঁচে থেকে তো কখনো কারু উপকারে লাগেনি, মরে গিয়ে তবু একজনের কাজে লাগ্‌লো যাহোক্। বুধবার দিন তোর পিক্‌নিক্ ছিল, বল্‌ছিলি না ? কেমন অম্‌নি অম্‌নি ছুটি পেয়ে গেলি দেখ্‌লি তো ? পেঁচোর দৌলতেই পেলি ! ইস্কুলও কামাই কর্‌তে হোলো না ! কেবল তোকে নয়, আমাকেও সে বাধিত করেছে বল্‌তে গেলে। আগে ইস্কুলের ঝঞ্চাটে আমার কাছে আসবার সময়ই হোতো না ওঁর—এখন ? এখন হর্‌দম্ হতভাগাকে ঘাড় ধরে' টেনে আন্‌ব প্ল্যানচেটে ? এখন কী ?"

পাঁচকড়ির উদ্দেশে, বল্‌তে গেলে, প্রায় নিরুদ্দেশেই, পুনরায় তিনি প্রশ্নবাণ পরিত্যাগ করেন। এবং পরমুহূর্ত্তেই, টুসিকে বর্‌খাস্ত করে' পুরণো প্ল্যান্‌চেট্‌টা, কোন্ ঘরে কোথায়, বকেয়া-বাতিলের গাদার মধ্যে, গাপ্ হয়ে ঘাপ্‌টি' মেরে আছে, এহেন অত্যন্ত প্রয়োজনের সময়ে, পুনরুদ্ধারের খুব সামান্যই দুরাশা পোষণ করে' সেই ফেরারীকে খুঁজে বার করতে উঠে পড়েন।

টুসিও বেরিয়ে পড়ে পিক্‌নিকের ঠিক্‌ঠাক্ করতে।

বুধবারের পরবর্ত্তী, বেস্পতিবার, টুনুও ইস্কুলে গেছে, আর, ঘনশ্যামও পড়েছেন প্ল্যান্‌চেট্ নিয়ে। পাঁচকড়িকে নামাতে বেশি বেগ পেতে হয়নি, খুব সাধ্যসাধনাও না, একটু না সাধ্‌তেই তিনি এসে

উদিত হয়েছেন—প্ল্যান্‌চেটের আড়াইটা পায়াই টরে-টক্কা লাগিয়ে দিয়েছে তখন থেকে, পাঁচকড়ির ভর হওয়ার যেটা তুর্ল্লক্ষণ !

সেদিন সারা বাড়ী চষে ফেলেও, নিজের প্ল্যান্‌চেট্‌টিকে তিনি পঙ্কোদ্ধার করতে পারেননি, তারপরে, এই ক'দিন ধরে' সহযোগী বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী হানা দিয়েও উক্ত বস্তু পাওয়া যায়নি—হোলো কি সব প্রেততাত্ত্বিকের, য়্যাঁ ? একেবারে প্রেতলোকের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে' বসে রয়েছে সব্বাই ? আশ্চর্য্য ! ভূতপ্রেতদের প্রতি বন্ধুদের তুর্ব্ব্যবহারে তিনি ভারী তুঃখিত বোধ করেছেন।

বন্ধুরা অবশ্য সাফাই গেয়েছে,—আর ভাই বলো কেন ? জ্যান্ত লোকদের ঠ্যালা সাম্‌লাতেই প্রাণ যাচ্ছে—অস্থির কাণ্ড চারদিক—ওঁদের সঙ্গে আলাপ করবার ফুরসং কই ? কেউ বা পাওনাদারের ধাক্কায় কাহিল, কারুকে বা দেন্‌দাররা ঘায়েল্ করছে—অর্থ এবং অনর্থঘটিত নানাবিধ রোগব্যামো, তার সুদ আর ওষুধ যোগাতেই যাবার দাখিল—ইত্যাদি এই সব নানান্ ধান্দায়, ভূতদের বিশেষ কোনো দোষ না থাক্‌লেও, তাদের ওপর কারো আর চিত্ত নেই।

তাছাড়া বহুবার বহুৎ বলে'কয়েও ওঁদের দিয়ে একখানাও লটারীর টিকিট তোলানো যায়নি সেইকারণেও ভৌতিক আশাভরসা ছেড়ে দিয়েছেন অনেকে।

যাক্, অগত্যা, নিজেই ঘনশ্যাম, নিজের চেষ্টাচরিত্রের জোরে, একটা প্ল্যান্‌চেট্ বানিয়ে ফেলেছেন কোনো গতিকে। এবং সেটাকে কাজেও লাগিয়েছেন এই সবে মাত্র। তলায় সাদা কাগজ পেতে তেপায়াটার ছ্যাঁদায় একটা পেন্‌সিল্‌ও গুঁজে দেয়া হয়েছে। তেপায়া-

টাকে হাতিয়ে, অর্থাৎ, তার ওপরে দুহাতের অগ্রভাগ জাঁকিয়ে রেখে, যেমন রাখা দস্তুর, ঘনশ্যাম নবঘনশ্যাম হয়ে বসেছেন। গাম্ভীর্য্য-সঙ্কুল গুরুত্বপূর্ণ বদনেই বসেছেন।

এবং বস্‌তে না বস্‌তেই, থিয়জফির কি মহিমা, পাঁচকড়ি এসে নেতিয়ে পড়েছে সেই প্ল্যান্‌চেটে।

এবং যা-ই জিগ্যেস্ করা হচ্ছে, তাবই জবাব এসে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। চট্‌পট্ জবাব, চোট্‌পাট্ জবাব চলে আস্‌ছে। পাঁচকড়ি ওরফে সেই তেপায়াটা—দু'চাকা আর পেন্‌সিল্ চালিয়ে—ফস্ ফস্ করে' লিখে জানাচ্ছে সেই কাগজে।

"কিহে পাঁচকড়ি ? কেমন আছো হে ?"

ঃ ভালোই আছি ভায়া! খিদে-তেষ্টার ঝক্কি নেই, আনন্দেই রয়েছি। শরীরটাও বেশ হাল্‌কা ঝর্‌ঝরে হয়ে গেছে।

"বটে বটে! তা, আছো কোথায় ?"

ঃ সপ্তম স্বর্গে। কোথায় আবার থাক্‌ব ?

"হুঁ্যা, তুমি আবার স্বর্গে যাবে ? তাহলেই হয়েছে। যত বাজে কথা। মারা গিয়েও চালের ব্যবসা ছাড়োনি বাপু! তিনকাল গিয়ে চারকালে ঠেক্‌ল—আই মীন্—চারকালও পেরিয়ে গেল, এখনো মিথ্যে কথা ? ধাপ্পা রাখো, সঠিক বলো দেখি—"

ঘনশ্যাম বলেন, খোলাখুলিই বলে ফ্যালেন: "আমাকেও তো যেতে হবে কিনা! আজই হোক্ আর কালই হোক্! আগে থেকেই জেনে রাখা ভালো।"

ঃ হায়, ঘনশ্যাম! আমাদের কি আর নরকে·স্থান আছে ভাই ?

ঢু মার্‌বার যো কি সেখানে! যত বড় বড় এটর্ণী আর ব্যারিষ্টার, ডাক্তার আর ইঞ্জিনীয়ার, জজ্ আর দিগ্‌গজ, সাহিত্যিক আর ব্যব্‌সা-দার, নেতা আর অভিনেতা সব সেখানে গিয়ে ভিড় জমিয়েছে। সামান্য ইস্কুলমাষ্টার সেখানে কি পাত্তা পাবে? কর্পোরেশন, কাউন্সিল, পার্লামেণ্ট সব সেখানে! ছিম্‌ছাম্ রাস্তাঘাট, বড় বড় বাড়ীঘর, তোফা আব্‌হাওয়া—ইলাহী সব কাণ্ডকারখানা। যত হাম্‌বড়া, পায়াভারী, নামজাদা লোকের জন্যেই তো নরক। আমরা আজে বাজে লোক, কোথায় আর যাবো, পুরণো দিল্লীতেই পড়ে আছি।

"পুরণো দিল্লী! বল্‌ছ কিহে? গুলিয়ে ফেল্‌ছ না তো?"

ঃ আই মীন্—পুরণো ইন্দ্রপ্রস্থে—অর্থাৎ ওল্‌ড্ ইন্দ্রলোকে। এটাকেই সপ্তম স্বর্গ বল্‌ছে কিনা আজকাল!

"বটে বটে! তা তোমায় কি কর্‌তে হচ্ছে ওখানে?"

ঃ এখনো কিছু করিনি, তবে কর্‌তে হবে শীগ্‌গিরই। এখানকার হাই ইস্কুলে হেড্‌মাষ্টারির পদ খালি রয়েছে, তাতেই পাকা হতে হবে বোধ হয়।

"য়্যাঁ—য়্যাঁ? গুল্ মার্‌ছ না তো হে?" বিস্ময়ে ঘনশ্যামের বাক্যরোধ হয়।

ঃ উপায় কী ভায়া? সেখানেও গরু ঠেঙিয়েছি, এখানেও তাই—গত্যন্তর নেই! ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভাণে, জানো তো!—

"বটে বটে! সেখানেও ইস্কুল! ভারী ভাবনার কথা তো হে!" ঘনশ্যাম অকস্মাৎ ভয়ানক ভাবিত হয়ে পড়েন।

ঃ আগে এরকমটা ছিল না। তোমাদের ঐ থিয়জফির পর থেকেই

ঘনশ্যাম, প্ল্যান্‌চেট্ আর পাঁচকড়িকে একাধারে হস্তগত করেন, এবং, ভূতের আবির্ভাবে, তেপায়ার তিনটে পায়াই, পেন্‌সিল্ সমেত, নাচ্‌তে সুরু করে' ত্যায় !

এইটে হয়েছে। সাধে কি আর আমি হাড়ে চটা ছিলাম থিয়জফির ওপর ? আগে মানুষ মরেই খালি ভূত হোতো, এখন যা মারা যায় তাই ভূত হয়। ইস্কুল উঠে গেলে, এখানে ইস্কুলের ভূত গজাচ্ছে, টেবিল ভেঙে গিয়ে টেবিলের ভূত হচ্ছে, চেয়ার মরে' চেয়ার! বল্‌ব কি ভায়া, বেহার ভূমিকম্পের পর কতকগুলো সহরই গজিয়ে গেল রাতারাতি! সহর আর জঙ্গল!

"কিন্তু আমি ভাব্‌ছি কি, তুমি না হয় এম-এ পাশ করে' হেড্‌ মাষ্টার হয়েই অক্কা পেয়েছ; কিন্তু আমার বিদ্যে যে সেই থাড় কেলাস্‌ অবধি, ভালোই তো জানো! মারা গিয়ে, তোমার ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়ে কেঁচে গণ্ডুস্‌ করে' আবার কি বেঞ্চির উপর দাঁড়াতে হবে না কি হে ?"

চিন্তার ঘন রেখা ঘনশ্যামের কপালে দেখা দিয়েছে।

ঃ আহা, সেই ভরসাতেই তো বেঁচে আছি ভায়া! হাত ধুয়ে বসে আছি তোমার জন্যে। বেশ কস্‌কসিয়ে তোমার কাণ মল্‌তে পাবো, সেই সুখেই তো গোঁফে তা লাগাচ্ছি এখন! আধ্যাত্মিক গোঁফে আমার!

এরপর বাক্যালাপ আর এগোয়নি; ঘনশ্যাম রেগেমেগে পাঁচকড়িকে সুদূরে ছুঁড়ে ফেলেছেন। ঠিক পাঁচকড়িকে কি ? না; কিন্তু পাঁচকড়িকে না পেলেও, পাঁচকড়ি ওরফে প্ল্যান্‌চেটের দু ঠ্যাং তিনি ভেঙে দিয়েছেন—চক্রান্তকারী চাকাদুটো এবং রন্ধ্রগত পেন্‌সিল্‌টা —কারো কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি—তেপায়াকে বেপায়া বানিয়ে ছেড়েছেন।

তারপরে তিনি সোজা ছুটেছেন ইস্কুলের দিকে। ছেলের ইস্কুলের দিকেই সটান্।

হ্যাঁ, এই বৃদ্ধ বয়সেই আবার তাঁকে ইস্কুলে ভর্ত্তি হতে হবে। তিনি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। সেই ছেড়ে-আসা থার্ড কেলাস্ থেকেই আবার,—কী আর করা ? মারা পড়ে পাঁচকড়ের, সেই ইডিয়ট্টার, মাষ্টারির খর্পরে গিয়ে তো পড়্তে পারেন না আর ? তার আগে, যে-কটা বছর এখনো বাঁচন আছে, তার মধ্যেই, এম-এ পাশটা সেরে ফেলে, অন্ততঃ পাঁচকড়ির সমকক্ষ হয়েই, এখান থেকে তাঁকে পিট্টান্ দিতে হবে। তাছাড়া গতি কি ?

কালবিলম্ব না করে' টুসির সঙ্গে পরামর্শ করতেই তিনি ছুটেছেন। এখানকার ইস্কুলের নিয়মকানুন্ কি, এখনই সব জেনে নেওয়া দরকার। যে কেলাস থেকে ছেড়েচেন সেই থাড় কেলাসেই কি তাঁকে ফিরে ভর্ত্তি করবে, তাঁর মুখের কথায় নির্ভর করে'? না, সেই, তাঁর ছেলেবেলার গাঁয়ের ইস্কুল থেকে,—এখনো সেটা টিকে আছে বলেই শোনা যায়,—আধ শতাব্দী আগের, পুরণো ট্রান্সফার্ সার্টিফিকেট্ যোগাড় করে' নিয়ে আস্তে হবে তাঁকে ? আর যদিই বা সেই সার্টিফিকেট নাই মেলে, তাহলে কি তাঁকে আবার, সেই সব নীচু ইন্ফ্যাণ্ট ক্লাসের,অ আ ক খ কিম্বা বি এল্ এ ব্লে থেকে স্থুরু কর্তে হবে নাকি ? এ-সমস্তই জানা দরকার, তা না হলে তাঁর স্বস্তি নেই।

তবে থার্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হতে পারলে অনেকটা আগিয়ে থাকা যায় বটে! ভবিষ্যৎকে বাগিয়ে রাখা যায় অনেকখানি! তিন বছরের মধ্যে ম্যাট্রিক্, এবং ফেল্ না কর্তে পার্লে, আর বছর ছয়েকে এম-এ,

তাহলে, এখন যদি তাঁর বয়স, ভর্ত্তির অজুহাতে, দশ বছর কমিয়েও বড় জোর বাহান্নই করা হয়,—তবে তো বাহাত্তরের অর্থাৎ বাষট্টির ঢের আগেই এম্-এটা মেরে দিয়ে এখান থেকে পঁয়ষট্টি দিতে পারেন। মন্দ কি ?

তবে থার্ড কেলাসে ভর্ত্তি হবার চক্ষুলজ্জা যে নেই তা নয়! টুসিও ঐ থার্ড কেলাসেই পড়ে যে! একবারও ফেল্ করতে পারেনি এর মধ্যে; একটু মুস্কিলই বাধিয়ে রেখেচে, বল্‌তে গেলে! বাপ ছেলে এক কেলাসে এক সঙ্গে বসা—এবং হয়তো, হয়তো—সেরকম দুর্ঘটনা ঘট্‌বে না যে, কে বল্‌বে ?—পাশাপাশি এক বেঞ্চে দাঁড়ানো, একটু কেমনই যেন! তবে সেই হতভাগা পাঁচকড়েটা বেঁচে নেই, তার হুকুমে, তার মাষ্টারিগিরির তাঁবে তাঁকে দাঁড়াতে হবে না—এই যা রক্ষে!

আর, ভেবে দেখতে গেলে একসঙ্গে পড়ার সুবিধেও নেই কি ? (ঘন মেঘ-মাত্রেরই রূপালী পাড়ের মত সব সমস্যারই সুন্দর কিনারা আছে, ঘনশ্যাম সদ্য সদ্য আবিষ্কার করেন।) সুবিধেও রয়েছে বিস্তর! একজনের হোম্‌টাস্‌কেই দুজনের চলে যাবে, সেটা বড় কম কথা নয়! ইংরিজি এবং হয়ত বাংলাতেও, টুসির চেয়ে তিনি একটু ভাল পারলেও অঙ্কের ব্যাপারে টুসিই তাঁর অনেকখানি ভরসা। আঁকটাক্ সব তিনি ভুলে মেরে বসে আছেন—যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ ছাড়া আর কিছু তিনি পেরে উঠবেন কিনা কে জানে—এল্-সি-এম্ জি-সি-এম্-কেই তো কিছুতেই মনে আন্‌তে পারছেন না—তারপরেও তো ফ্র্যাক্‌শন্-ট্র্যাক্‌শন্ ডেসিমেল্-টেসিমেল্, ইকোয়েশন-টিকোয়েশন আরো কত কি সব যেন ছিল! আবছায়ার মত একটু একটু তাঁর মনে পড়ে।

তাছাড়া, ইস্কুলেও, হঠাৎ পড়া আট্‌কে গেলে, পাশ থেকে টুসির সাহায্য পাওয়া যাবে। এবং টুসি নিশ্চয় ভুল প্রম্‌প্‌ট্‌ করবে না, বদ্‌মাইস্‌ পাঁচকড়েটা মজা দেখবার জন্যে প্রায়ই যা কর্‌ত,—সেইটাই কি কম বাঁচোয়া ? পাঁচকড়ের ওপর একেবারে নির্ভর করা যেত না, বেশি নির্ভর কর্‌লে শেষাশেষি বেঞ্চির ওপরেই নির্ভর করতে হোতো—কিন্তু টুসি ততখানি বিশ্বাসঘাতক হবে কি ? হাজার হোক্‌ তার নিজের বাবা। নিজের পৈতৃক সম্পত্তি বল্‌তে গেলে।

ইত্যাকার অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে তিনি ইস্কুলে গিয়ে হাজির হয়েছেন—এবং টুসির কেলাসে শ্লিপ্‌ পাঠিয়ে দিয়ে, ভিজিটার্‌স্‌ রুমে গ্যাঁট্‌ হয়ে বসেছেন চেয়ার ঠেসে'।

টুসি তখন ক্লাসের পড়া না পেরে পাঁচকড়িবাবুর তাড়া খাচ্ছে, এবং প্রায় বেঞ্চে দাঁড়ানোর কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে, এমন সময়ে একান্ত আকস্মিক, বাবার শ্লিপ্‌টা, সিংহাসন আরোহণের দায় থেকে বাঁচিয়ে, উচ্চ পদের গুরুতর বিপদ থেকে তাকে যেন অব্যাহতি দিল।

টুসি আস্‌তেই বাবা বলে উঠলেন ঃ "হতভাগা পাঁচকড়েটা মরেনি রে !"

টুসি একটু চম্‌কেই যায়। তার বাবা সেদিন যে গুজব শুনেছিলেন সেটা যে মিথ্যে তা টের পেয়েছেন তাহলে। তা, খবরটা একটু—হ্যাঁ, একটু অতিরঞ্জিতই বই কি !

টুসি ঘাড় নাড়ে ঃ "হ্যাঁ, বাবা।" এবং সেই সঙ্গে তক্ষুনি তার অভি-যোগ ব্যক্ত করে' ফ্যালে ঃ "মাষ্টাররা খুব কমই মারা পড়ে, জানো বাবা ? কেন যে তা কে বল্‌বে !"

"হুঁ!" বাবা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেনঃ "যা বলেছিস্! মারা গিয়েও বেঁচে আছে হতভাগাটা। প্ল্যানচেট্ করে' সমস্তই জান্লাম, আমার কাছে এসেছিল এক্ষুনি—সব কথাই বল্ল নিজে।"

"প্ল্যান্চেটে এসেছিলেন পাঁচকড়িবাবু?" টুসির দু চোখ বড় হয়ে ওঠে বিস্ময়ে। তাহলে—তাহলে কেলাসে—ইনি—কে?—

"বাঃ, আস্বে না? আস্তেই হবে যে। থিয়জফি কি গাঁজা নাকি? কিন্তু—কিন্তু মুস্কিল এই যে—পাঁচকড়েটা মারা পড়েও বদ্লায়নি একটু, অবিকল সেই একরকমই রয়েছে। মাষ্টারিও ছাড়েনি, বদ্মাইসিও না।"

"য়্যাঁ? কি বল্লে বাবা? কী—কী?" টুসির ভারি কৌতুহল হয়।

"কী আবার! সেখানে গিয়েও সেই হেডমাষ্টারি কর্ছে। সেখান-কার হাই ইস্কুলে। হাঙ্গাম্ ছ্যাখ্ তো!"

"সেখানে? সেখানে কোন্খানে বাবা?"

"বল্ছে তো সপ্তম স্বর্গ। কিন্তু আমার মনে হয়, সেটা পচা নরক। থাক্লেও আগে হয়তো ছিল, কিন্তু পাচকড়ির যাবার পরে সেটা আর স্বর্গ নেই। সব সুখ পালিয়েছে সেখান থেকে।"

ঘনশ্যামবাবুর বদনে ঘনঘটা দেখা ছ্যায়, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে।

এদিকে ক্লাসে বসে পাঁচকড়িবাবুর হঠাৎ মনে পড়ে যায়, ঘনশ্যাম তো আর সেই আগের ঘনশ্যাম্ নেই—তার যেন একটু মাথার গোলমাল বলেই কিরকম গুজব শোনা গেছল না? অবশ্যি ঘনাটা, ঘনাটা বরাবরই একটু পাগ্লাটে, কিন্তু এখন যেন পাগ্লামির চূড়ান্ত সীমাতেই এসে ঠেকেছে, কে যেন বলে' গেল! কেন, টুসিই তো এ-দুঃসংবাদটা তাঁকে দিয়েছে সেদিন!

—টুসির মুস্‌কিল্‌

"আরে, আরে! পেঁচো-ভূতটা
তোর পেছনেই দাঁড়িয়ে যে রে!—"

ঘনশ্যাম আবার ইস্কুল অবধি ধাওয়া করে' এসেছে কোন্ খেয়ালে ? কে জানে ! ব্যাপারটা একবার দেখতে হয়।

ব্ল্যাক্‌বোর্ডে একটা শক্ত অঙ্ক লিখে, ক্লাসের ছেলেদের সেই আতঙ্কের হাতে সঁপে দিয়ে—আঁকটাকে কষে' ফাঁক্ করবার দুঃসাহসিক দায়িত্ব গছিয়ে—তিনি বেরিয়ে পড়্লেন ক্লাস থেকে—

রীতিমত ঔৎসুক্য নিয়েই বেরুলেন— .

অগাধ বিস্ময়ে ভর করে, আস্তে আস্তে, ভিজিটার্‌স্ ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লেন। পা টিপে টিপে টুসির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বিনাবাক্য-ব্যয়েই দাঁড়িয়ে রইলেন। পাগলের সঙ্গে আবার কী কথা কইবেন ? পাগলদের সঙ্গে কি কেউ উচ্চবাচ্য করে ? ওরা বিগ্‌ড়ে গেলে কাম্‌ড়ে দিতে কতক্ষণ ?

পাঁচকড়ির প্রাদুর্ভাবেই ঘনশ্যামের দু চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছিল, উত্তেজিত অথচ চাপা গলায়, বেশ সমুচ্চকণ্ঠেই তিনি ফিস্‌ফিস্ করেন :

"টুসি ! এই টুসি ! তোর পেছনে ! পেছনেই তোর ! পাঁচকড়ে ! সেই পেঁচো-ভূতটা !"

টুসি পেছনে তাকিয়ে থ হয়ে যায়। আর কেউ না, প্ল্যান্‌চেটের বিনা সহায়তাতেই, একান্ত সন্নিকটে আসন্ন, সশরীরে স্বয়ং পাঁচকড়ি-বাবু ! যেখানে সন্ধ্যে হয়, সেইখানেই বাঘের ভয় !

"দেখতে পাচ্ছিস্ নে ? য়্যাঁ ? তা, তুই আর কি করে' দেখবি ! তোর তো স্পিরিচুয়াল্ আই নেই ! ভৌতিক দেহ সবাই দেখতে পায়না তো ! আর, ও যে—ও যে আমাকেই দেখা দিতে এসেছে রে !"

টুসির বাক্যস্ফূর্তি, মনের ফুর্তি সব এক সঙ্গে লোপ পায়।

"বাপু পাঁচকড়ি ? কি মনে করে' বাবা ? এখনো ইস্কুলের মায়া কাটাতে পারো নি ? এখানেই ঘুর্ ঘুর্ করছ, এখনো ?"

কী আবোল তাবোল বক্‌ছে ঘনশ্যামটা ? পাঁচকড়ির তাক্ লেগে যায়। বেশ একটু ভালো রকমই পাগল হয়েছে দেখা যাচ্ছে। সাত পাঁচ ভেবে পাঁচকড়ি চুপ করেই থাকেন। পাগলের কথার প্রতিবাদ করা—পাগলকে চটানো ভালো না, বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

"কী বাবা ? এই কি তোমার সপ্তম স্বর্গ নাকি ? সব ধাপ্পা ! এইখানেরই আনাচে কানাচে ঘুর্‌চ, আর চাল্ মেরে বলা হচ্চে সপ্তম স্বর্গ। হ্যাঁ, তুমি আবার স্বর্গে যাবে, তাহলেই হয়েছে আর কি ! তাহলে নরকের ফলার্ মার্‌বে কে ? ইস্কুলের পাশের ঐ শ্যাওড়া গাছটায় তুমি আস্তানা গেড়েছ, আমি হলফ্ করে' বল্‌তে পারি !"

পাঁচকড়ি তথাপি নিরুত্তর।

"কি হে, মুখে কথা নেই কেন হে ? মারা গিয়ে আর তোমার খর্পরে পড়্‌ছিনে, অত সুখে আর কাজ নেই তোমার ! আবার আমি ইস্কুলে ভর্ত্তি হচ্ছি, এই ইস্কুলেই ! সেই থাড় কেলাস থেকেই সুরু কর্‌ব ফের ! টুসির সঙ্গেই পড়্‌ব। এম এ পাশ করে'—এমন কি এই স্কুলের হেড্‌মাষ্টারি করে' তবেই আমি অক্কা পাবো, বুঝেচ হে ? আমার কান মল্‌বার উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হবার তোমার কোনো আশা নেই জেনে রাখো !"

পাঁচকড়ি আর আত্মসম্বরণ করতে পারেন না: "টুসি ! তোমার বাবার মাথা বেশ একটু —! মধ্যম নারাণ দিয়ে দেখেছিলে ?"

"টুসি ! পেঁচো তোকে কি বল্‌ছে রে ?—"

"কই, কিছু না তো বাবা।" পাঁচকড়িবাবুর স্বগতোক্তি না-শোন্‌বার ভাণ করে টুসি।

"তুই আর শুন্‌বি কি করে'? তোর কি আর সে-কান আছে? ও তো আর স্থূল পাঁচকড়ি নয় যে তার কথা শুনতে পাবি, ও তো এখন পাঁচকড়ির ভূত! বেম্মদত্যিই বল্‌তে গেলে!"

"আস্ত একটা বদ্ধ পাগল! হায় হায়!" পাঁচকড়িবাবুর খেদোক্তি হয়: "ঘনশ্যামটা পেগ্‌লেছে, সত্যিই পেগ্‌লে গ্যাছে!"

"কী? আমি পাগল? বটে?" ঘনশ্যামবাবুর এবার রাগ হয়ে যায়: "তুমি তবে ছাগল! রামছাগল! হাতীছাগল! ছাগলের ডিম!—"

"টুসি, এক কাজ করো, ভাল দেখে একটা নাপিত ডেকে আনো তো—" পাঁচকড়িবাবু বলেন: "আর, সাম্‌নের ঐ কবিরাজী দোকান থেকে আমার নাম করে' মধ্যম নারাণ তেল নিয়ে এসো গে এক বোতল! আমিই তোমার বাবার চিকিৎসা করব—মাথা মুড়িয়ে দুদিন ওই তেল মাখালেই আরাম হয়ে যাবেন! আর দারোয়ানকেও খবর দাও, ঘনশ্যামকে বাঁধ্‌তে হবে কি না! সহজে কি ও মাখবে? যাও।"

টুসি কিন্তু নড়ে না।

"যাও, দেরি কোরো না। ক্রমেই ও বেশি খেপ্‌ছে, দেখ্‌ছ না? পরে সাম্‌লানো যাবে না শেষটায়।"

"যাও বল্লেই যাবে কি না টুসি! দিব্য কর্ণ আছে নাকি ওর! তুমি দেখ্‌ছি তেম্‌নিই উজ্‌বুক্ রয়ে গেছ! মারা গিয়েও তোমার বুদ্ধি খোলেনি একটুও! আরে, তোমার কথা শুনতে পাচ্ছে নাকি ও? হ্যাঁঃ! ভূতের কথা কেবল আহাম্মোক্‌রাই শোনে!" ঘনশ্যামবাবু বলেন।

"আল্‌বৎ শুনেছে!" পাঁচকড়িবাবু হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন: "আল্‌বৎ যাবে। ঘাড় যাবে ওর।"

"শুনেছে না কচু! কিরে টুসি, পাঁচকড়ের কথা শুন্‌তে পাচ্ছিস্‌ তুই?" ভালো করে' কান পেতে বল্‌!"

"না বাবা।"

টুসি ভারী মুস্কিলে পড়ে। উভয়-সঙ্কটে, কোন কূল রাখ্‌বে ঠিক করতে পারে না।

"না—বাবা? মিথ্যে কথা? আমার মুখের ওপর মিথ্যে কথা?—" এবার পাঁচকড়িবাবু রেগে ওঠেন: "কী বল্‌ছি, কানে যাচ্ছে না রাস্কেল্‌?"

রোষ-কষায়িত হস্তে তিনি টুসির কান পাক্‌ড়ে ধরেন।

"আরে, আরে! পাঁচকড়েটা তোর কান মল্‌ছে যে রে! টের পাচ্ছিস্‌ নে?"

"না, বাবা!" কাতর কণ্ঠেই বলে টুসি, অম্লান বদনেই বল্‌তে চেষ্টা করে: "কই, কেউ তো আমার কান মল্‌ছে না তো!" কান ছিঁড়ে গেলেও, দাঁত বের করতে কসুর করেনা, মুখখানাকে হাসিখুসির অদ্বিতীয় সংস্করণ করে তুল্‌তে চায়।

"আমার একটুও লাগ্‌ছে না, বাবা!" সেই সঙ্গে সে অনুযোগ করে আবার—"একটুও না।"

"কি করে' টের পাবি? দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্‌ নে তো টের পাবি কি করে'? সূক্ষ্ম হাত কি না ওদের! ভূতেরা তো হর্‌দম্‌ই আমাদের কান মল্‌ছে, ফাঁক পেলেই মলে দিচ্ছে, যখন খুসি তখন, কিন্তু টের পাওয়া যায় না। সেই তো মুস্কিল!"

"আরে, এরা দুটোতেই খেপেছে রে! বাপ বেটা দুজনেই!" হতাশ হয়ে কান ছেড়ে দ্যান্ পাঁচকড়ি বাবু: "হবেই, জানা কথা! পাগলামোটা বংশগত ব্যাধি যে!"

"টের পাক্ আর নাই পাক্, লাগুক্ আর নাই লাগুক্, আমার ছেলের কান মল্‌বার তুমি কে হে? কোথাকার লাট?" ঘনশ্যাম বাবু সত্যিই এবার খ্যাপেন্: "আজ ওর কান মল্‌ছ, কাল আমার কান মল্‌বে—য়্যাতো আস্পর্দ্ধা ভালো না তো!"

চেয়ার ছেড়ে উঠে, এগিয়ে গিয়ে তিনি, ঠাস্ করে' এক চড় কসিয়ে দ্যান্ পাঁচকড়ির গালে।

"তবে রে পাগলের ডিম্!" ঘনশ্যামকে জাপ্‌টে ধরে' পাঁচকড়ি বাবু চেঁচিয়ে ইস্কুল ফাটান্: "দারোয়ান্, দারোয়ান্! বাঁধ্ ব্যাটা ঘনশ্যামকে! নিয়ে আয় মধ্যম নারাণ! ডেকে আন্ একটা নাপ্‌তে! দেখি ওর কদ্দূর?"

হেড্ মাষ্টারের হাঁক-ডাকে এক পাল ছেলে এসে পড়ে,—একে একে, তাঁর তামাম্ হুকুম্ তামিল্ হতে থাকে।

ঘনশ্যামকে মহাসমারোহে চেয়ারে গেদে, অনেক তোড়জোড় করে' বাঁধাছাঁদা হয়; নাপিতও এগিয়ে আসে, মধ্যমনারাণেরও অভাব হয় না—! উত্তম-মধ্যমও তৈরি থাকে।

ছেলেদের উৎসাহও তখন চেঁচামেচির উচ্চশিখরে—!

ঘনশ্যাম কিন্তু আপনমনেই বিড়বিড় কর্‌ছেন: "য়্যাঁ? এটা কি রকম হোলো? হাতটা জ্বলিয়ে দিল যে! ভূতের গালে চড় মার্‌লে লাগবে না তো! কেউ টেরও পাবে না, ভূতও না, আমিও না,—

—টুসির মুস্কিল্

চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে, ঠাস্ করে'
এক চড় কসিয়ে ছান্ পাঁচকড়ির বাঁ গালে!

চড়টা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে বেরিয়ে যাবে কেবল! কিন্তু—কিন্তু এ কিরকম ভূত? তেম্‌নি জলজ্যান্ত শক্ত রয়েছে দেখছি! পেঁচোটা মারা গেছে বটে, কিন্তু মরেও কলেবর বদ্‌লাতে পারে নি!—"

টুসি তখন আর সে পাড়ায় নেই! ঘনশ্যাম-বাবা এবং পাঁচকড়ি বাবু, দুজনের ধস্তাধস্তির মাঝখানে, ভৌতিক পাগ্‌লামির সূত্রপাতেই, সে সট্‌কে পড়েছে। কিন্তু সট্‌কালে কি হবে, ভাবনায় তার মাথা ঘুরে গেছে, মুখচোখ এতটুকু, সে আর নিজের মধ্যে নেই! বাবা হাতে নাতে পাঁচকড়ির পরিচয় পেয়ে, যথার্থ পরিচয় অবগত হয়ে, বাড়ী ফির্‌লে তার কী দশা হবে সেই কথাই সে ভাব্‌ছে কেবল। মারের চোটে তাকেই ভূত বানাবেন্ নির্ঘাত্! কিন্তু তারপরও, আরো মুস্কিল, কাল্‌কে আবার, পাঁচকড়ি বাবুর সম্মুখীন হতে হবে ইস্কুলে। জলজ্যান্ত পাঁচকড়ি বাবুর!

কোন্ অভূতপূর্ব্ব পাঁচকড়িবাবুকে কাল সে দেখ্‌তে পাবে কে জানে!

কেবল অভূতপূর্ব্বই নয়, মারাত্মকও হয়তো!

সকালবেলা বিছানা ছেড়েই, হাত-মুখও ধুইনি, অসমাপ্ত উপন্যাসটার উপসংহারে উঠে পড়ে লেগেছি। প্লট্ কথাটার অর্থের মধ্যেই কেমন একটা চক্রান্ত আছে; উপে যাওয়ার, উধাও হবার, অপর-কারো খপ্পরে পড়ে খোয়া খাবার ঈঙ্গিত উহ্য রয়েছে যেন, যদি সময়মত আগিয়ে গিয়ে বাগিয়ে না রাখো তাহলে চট্ করে' উনি সট্‌কে পড়েছেন কোন্ ফাঁকে!

অতএব, বিছানা ছেড়ে প্লটের ওপরেই হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়েছি, এমন সময়ে, হাফ্‌প্যান্ট্-পরা একজন হুড়্‌মুড়্ করে' টেবিলের কাছে এগিয়ে এল:

"মিস্ আইভি আপনাকে ডেকে দিতে বল্লেন। শুন্‌ছেন মশাই?"

শুনতে না শুনতেই ফ্রক্-পরা আরেকজন ঢুকে পড়ে ঘরের মধ্যে, "আইভি-দি একবারটি ডাক্‌ছেন আপনাকে।"

মিস্ আইভি আমার ক্ষুদ্রকায় পাড়াপড়্‌শীদের অন্যতম নন্, দস্তুরমত একজন মেয়ে-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, এই সবে কলেজ থেকে

বেরিয়ে ইস্কুলে এসে ঢুকেছেন। আর বাসা নিয়েছেন আমাদের পাড়ায়, আমারই পাশের বাড়ীর মেয়েদের বোর্ডিং-এ।

কাজেই, ডাক্ পেয়ে উঠ্‌তে হোলো।

প্লট্ উপে যায় যাক্, ওঁকে উপেক্ষা করা চলে না তো!

তাছাড়া, মাষ্টারদের সম্বন্ধে আমার চিরকালের সভয়তা, তা মেয়ে মাষ্টারই কি আর ছেলে-মাষ্টারই কি! নাম শুন্‌লেই কাঠ হয়ে যাই, কেমন ঘাব্‌ড়ে যাই ভয়ানক! ওই জন্যেই বোধ হয়, আর এজন্মে ইস্কুল-কলেজের চৌকাঠ ডিঙোনো আমার হোলো না। কি করে হবে? ইংরিজি আর অঙ্ক, ইতিহাস আর ভূগোল সব তাতেই আমি কাঁচা, বিশেষ করে' অঙ্কটায় তো বেধড়ক্! আর—আর বাঙ্‌লাতেই কি খুব সুবিধা কর্‌তে পেরেছি?

আমার তো মনে হয় না।

অতএব, ভয়ে ভয়েই উঠে পড়ি। কি জানি, এখুনি যদি আইভি-দিদি এসে পড়ে' আমার বানান্ ভুল কাটাকুটি করতে সুরু করেন, আমাকে মার্জ্জনা না করে' আমার লেখার পরিমার্জ্জনায় লেগে যান, ভাষাকে সাধু এবং আরো সুস্বাদু করতে সচেষ্ট হন, অসমাপ্ত গল্পের আগাপাশ্‌তলা শুধ্‌রে দ্যান্ সব! তাহলেই তো গিয়েছি! হয়ে গেছে আমার!

আমার ঘরে অবশ্যি বেঞ্চি নেই, কিন্তু তাতেই বা কী ভরসা? টেবিল তো রয়েছে। আর ঐ ছোট্ট টেবিলের ওপরে এই বয়সে আমি—?—না, না—কিছুতেই না!—ভালো করে' ভাব্‌তে-না-ভাব্‌তেই ঊর্দ্ধশ্বাসে উধাও হয়ে পড়ি।

"এই যে, মিস্ সেন্! ডেকেছেন আমাকে?" রুদ্ধশ্বাসে গিয়ে বলি।

শ্রীমতী আইভি বলেন: "হ্যাঁ, একটু ডেকেছিলাম! আপনি হন্তদন্ত হয়ে এসেছেন দেখ্ছি! হ্যাঁ, চলে যাচ্ছি কিনা আজ! সামার্ ভ্যাকেশনের ছুটি হয়ে গেল। বোর্ডিংএর মেয়েরা সবাই চলে গেছে, কালই বাড়ী চলে গেছে সব। আমিও চেঞ্জে যাচ্ছি ছুটিতে।"

"ও, তাই না কি? তা, বেশ তো!"

এর বেশী কী বল্ব? ছুটি হয়েছে তো আমার কী? আমাকে ছুটোছুটি করানো কেন? এই সক্কালে—এমন উদ্বাস্ত করে' এই ভাবে আমার গল্পের কবল থেকে সবলে ছিন্ন করে' এনে? সামার্ ভ্যাকেশনের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? বিন্দুবিসর্গও আমি ঠাউরে উঠ্তে পারি না।

"চেঞ্জে যাচ্ছি কিনা—" আম্তা আম্তা করে' শুরু করেন উনি।

"দেখুন,—" বাধা দিয়ে আমি বলি: "কলকাতা ছেড়ে কোথাও এক পা-ও যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। সব কথা খুলেই বল্ছি আপনাকে। চেঞ্জে যেতে আমার একদম্ ভালো লাগে না! নড়াচড়ার কথা ভাবতে গেলেই জ্বর এসে যায়। আমাকে যদি একতলা থেকে দোতলায় চেঞ্জে পাঠান্ তাহলেই আমি মারা পড়ব। তাছাড়া, এখনো আমি হাত মুখ ধুইনি। চা খাইনি পর্য্যন্ত।"

"না, না; আপনাকে যেতে হবে না আমার সঙ্গে। সেজন্যে ডাকিনি। ডেকেছিলাম, একটা অনুরোধ ছিল—"

"বলুন্, কী করতে হবে।"

"একটু অদ্ভুত অনুরোধ। কিছু মনে করবেন না যেন।

"কিচ্ছু মনে করবনা। বলেই দেখুন্। আমাকে বল্‌তে বাধা কী ?"

"সিটি বুকিং থেকে কালই টিকিট্ কেনা হয়েছে। মালপত্র সব চাকরের সঙ্গে ইষ্টিশানে পাঠিয়ে দিয়েছি সকালে। দরজায় তালা লাগানো হয়ে গেছে। এখন একটা ট্যাক্‌সি ডেকে উঠে পড়্‌লেই হয়! কেবল—"

'কেবল' বলে' কী বল্‌বার জন্যে তিনি থামেন।

আমাকেই ট্যাক্‌সি ডাক্‌তে হবে নাকি ? সেইজন্যেই কি ডাকা হয়েছে এত তাড়া দিয়ে ? এবং দরোজায় তালা লাগিয়ে ? ব্যাপারটা ক্রমশই একটু ট্যাক্‌সিং হয়ে পড়ছে মনে হয়।

"রিক্‌শ' করে' গেলে হয় না ? একটা রিক্‌শ' ডেকে দিই বরং ?"

"উঁহু, রিক্‌শ' নয়। আপনাকে, দয়া করে' আমার বাড়ীর মধ্যে একবার সেঁধুতে হবে। সেই কথাই বল্‌ছিলাম।"

"বাড়ীর মধ্যে ? কিন্তু তালা লাগিয়ে দিয়েছেন তো!" আমি একটু আশ্চর্য্যই হই।

"হ্যাঁ, সেইজন্যেই ডেকেছি। তালা ভাঙা যাবে না তো। আর ও বিলিতি চাব্‌স্ ভাঙা সোজাও নয়। তালা না ভেঙেই, কষ্ট করেই, একটু সেঁধুতে হবে আপনাকে।"

"ও! চাবি হারিয়েছেন বুঝি ? না, ভেতরে ফেলে এসেছেন ভুলে ?" ব্যাপারটা তলিয়ে একটু ভাব্‌তেই আরো বেশী ভাবিত হয়ে পড়ি: "কিন্তু তাই বা কি করে' সম্ভব ? বাইরে এসেই তো তালা লাগাতে হয়েছে ? তবে ? এর মধ্যেই—এইটুকুর মধ্যেই আবার চাবি হারালেন কোথায় ?"

"দেয়ালের খাঁজ্ বেয়ে বেয়ে উঠে,—উঠতে পারবেন না আপনি? তেতলার কোণের কার্ণিশ-ঘেঁষা ঐ জানালাটা খুলে ফেল্লেই ভেতরে ঢোকা যাবে। ও জান্‌লাটায় শিক লাগানো নেই! খুব শক্ত হবে কি আপনার পক্ষে?"

"না, এমন আর শক্ত কি?" একটু ম্লান হেসে বলি: "তবে একটা কথা। খুব জরুরি জিনিস ভেতরে ফেলে এসেছেন নাকি? এমন কিছু যা না হলেই চলে না? তেমন যদি না হয় তবে—যদি এমনি-তেই চলে যায় তাহলে—চেঞ্জের পরে ফিরে এলে তখনই না হয় চেষ্টা করে' দেখা যেত। উঠে পড়ে লাগা যেত তখনই। কি বলেন?"

"চেঞ্জের পরে ফিরে? তখন? তখন কেন?" শ্রীমতী আইভির সন্দিগ্ধ স্বরই শোনা যায় যেন।

"এর মধ্যে তাহলে একটা লাইফ্ ইন্‌শিওর্ করে নিতে পারতাম।"

"আপনার যেমন কথা! তেতলা থেকে পড়লে কেউ মারা পড়ে না! বড় জোর খোঁড়া হয়ে যেতে পারে।" মিষ্টি করে' একটুখানি হেসে আইভি বলে: "তা, খোঁড়া হতে এত ভয় কি? বিয়ে থা-তো করেননি, করতে যাচ্ছেনও না, কেউ মেয়েও দিচ্ছে না আপনাকে। তবে?"

"দেখুন্, পায়ে খোঁড়া হতে তত আমি ভয় খাই নে। কোনোদিন দৌড়ের চ্যাম্পিয়ান্ হবার দুরাকাঙ্ক্ষা নেই আমার। পা থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? আসল পায়ের বদলে কাঠের পা বরং ভালোই! কাঠের পায়ে বাত ধর্‌বার ভয় নেই। বেশী বয়সে কোনো বাৎচিৎ নেই বল্‌তে গেলে! কিন্তু—কিন্তু লিখে টিখেই চালাতে হয় কিনা! যদি বেকায়দায় পড়ে গিয়ে হাতে খোঁড়া হয়ে যাই—"

"সাবধানে উঠবেন, পড়বেন কেন ? চোরেরা ওঠে কেমন করে ?" শ্রীমতী আইভির অনুপ্রেরণা পাই।

পাবা-মাত্রই, অন্তরের মধ্যে আপনাকে প্রেরণ করি। মনের মধ্যে হাত্ড়াই। চুরি করিনি এমন নয়, না, নিজের প্রতি এত বড় দোষারোপ করতে পারব না, কিন্তু দেয়াল বেয়ে কখনো চুরি করেছি কি না, কিছুতেই স্মরণ করতে পারি না।

"বেশ, দেয়াল বেয়ে উঠতে আপনার আপত্তি থাকে,—" শ্রীমতী আরো পরিষ্কার পথ বাৎলান্ ঃ "ড্রেণের পাইপ ধরে উঠতে পারেন। সেইটাই বরং সোজা। পাইপ ধরে ধরে কার্ণিশটার কাছে গিয়ে ভেতরে হাত গলিয়ে জান্লাটা খুলে ফেলুন্, তারপরে ভেতরে ঢুকে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে, খিড়কির দরজাটা খুলে দিন্ আমায়।"

খুব সহজ কাজ, আইভির কথায় আরো জলের মত তরল হয়ে যায়।

"ভারী ভীতু দেখ্ছি আপনি !" আইভির অনুযোগ শুন্তে হয়।

তা বটে ! সেইরকম আমারও সন্দেহ। নিজের সম্বন্ধেই বই কি ! ভারী সঙ্কোচ বোধ করি। মনের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চারের প্রয়াস পাই। গীতার সেই মারাত্মক বাক্যটা—ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ—মনে মনে একবার ঝালিয়ে নিই।

নৈতৎ ত্বয়্যু পপদ্যতে !—আওড়াতে না আওড়াতে পা উদ্যত হয়ে ওঠে। কাপুরুষতা কাঁপ্তে কাঁপ্তে পালায় !

ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ !—

পরন্তপ ততক্ষণে পাইপ ধরে' উঠে পড়েছেন ! বেশ ত্যাক্ত হয়েই উঠেছেন, সে কথা আর বল্তে !

—চূড়ান্তকর গৃহপ্রবেশ

"আপনাকে দয়া করে' আমার বাড়ীর মধ্যে একটু সেঁধুতে হবে।"

পাইপ বেয়ে ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে উঠি। কখনো দেওয়ালের খাঁজে পা পড়ে, নিজেকে আট্‌কে নিয়ে একটু জিরিয়ে নিই, কখনো খাঁজ-ফাঁজ কোনো কিছুর খোঁজ পাইনে, দেয়ালের গায়ে পা হাত্‌ড়াতে থাকি, অন্ধের মত হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে হয়ত কখনো খাঁজের বদলে পাইপে-রই একটা গাঁট পা দিয়ে হাতিয়ে ফেলি। এদিকে হাত অবশ হয়ে প্রায় বেহাত হবার গতিক! জরাজীর্ণ পাইপ কোনো উপায়ে একবার হাত ছাড়া হলেই পদস্খলনের আর কিছু বাকি থাকে না।

হাতীর সঙ্গে হাতাহাতি, ঘোড়ার সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে' যে সব পাপ করেছি, বেশ বুঝতে পারি, এতদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে। বাড়ীর সঙ্গে বাড়াবাড়ি আর কাকে বলে?

"অতো দেয়াল ঘেঁষ্‌বেন না—" করুণাময়ী আইভির কোমলকণ্ঠ কাণে আসে: "দেয়ালে ঠেস্ দেবেন না অতো! দেখছেন্ না কি রকম শ্যাওলা জমেছে দেয়ালে? জামাকাপড় খারাপ হয়ে যাবে।"

কিন্তু দেয়াল না ঘেঁসে দাঁড়াবো কি করে'? শ্যাওলারা সব আমার ন্যাওটা হয়ে পড়ছে তা বেশ টের পাচ্ছি, কিন্তু, এ-অবস্থায়, দেয়ালের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা আমার পক্ষে সুদূরপরাহত। হ্যাঁ—একদম্ সুদূরপরাহত, সুদূরপরাহতই যাকে বলা যেতে পারে; অক্ষরে অক্ষরে হুবহু; একেবারে অনতিপর মুহূর্ত্তেই, এক দমে, এবং একমাত্র কদমে, সুদূরে—মাটিতে পড়ে আহত হবার ধাক্কা!

"আমি তো দেয়াল ছাড়তে চাচ্ছি, কিন্তু, দেয়াল আমাকে ছাড়চে কই?" সকাতর কণ্ঠে আমি জানাতে চাই: "দেয়াল বাদ দিয়ে উঠব কি করে?"

"আহা, আল্‌গা হয়ে উঠুন না। একটু আকাশের দিকটায় হেলান্ দিয়ে। তাহলেই হবে।"

"আকাশে ভর্ দিয়ে উঠ্‌তে বল্‌ছ? আকাশে?" আইভির অনুজ্ঞায় আমি ঈষৎ বিস্ময় বোধ করি: "না, আকাশ ঘেঁষে ওঠা আমার পক্ষে অসাধ্য। এমন কি, আকাশে ঠেসান্ দেয়া পর্য্যন্ত অসম্ভব একটুক্ষণের জন্যেও। হ্যাঁ।"

আমার পরিস্থিতি—কিম্বা উপরি-স্থিতি বল্‌লেই বোধ হয় যথার্থ হবে—আইভির ঠিক বোধগম্য হয় না। নীচে থেকে সে চেঁচাতে থাকে:

"কী যে বল্‌ছেন! অমন লম্বা পাইপ্! এতখানি ফাঁকা আকাশ! জামাকাপড় সাম্‌লে ওঠা যায় না কি?"

এমন ভাবে বলে যেন সাধারণতঃ এই পথেই সদাসর্ব্বদা ওর যাতায়াত! আমি আর কিছু বলি না, কেবল একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জবাব দিই। জামাকাপড় মাথায় থাক্, নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে যদি উঠ্‌তে পারি, সেই আমার যথেষ্ট। এমন কি এখান থেকে, এখন, নিরাপদে নেমে যেতে পারলেও আর উঠ্‌তে চাই না।

"এই তো দোতলায় পৌঁছে গেছেন! এইবার খুব সহজেই উঠ্‌তে পারবেন। আর কষ্ট হবে না আপনার! আর একটু গেলেই জানালার কার্ণিশটা!—"

আর একটু গেলেই? তাই নাকি? সেই শ্যাওলা-সঙ্কুল পাইপ-জটিল পরিত্রাহি-অবস্থাতেই যতটা সম্ভব, ঘাড় বেঁকিয়ে, কাং হয়ে দেখবার চেষ্টা পাই, কিন্তু উক্ত কার্নিশ-দুষ্ট জানালাটা, মাটি থেকে

তখন যতটা দূরে ছিল, এখনো ঠিক ততটা দূরেই রয়েছে বলে' বোধ হতে থাকে।

"আচ্ছা, দোতলার একটা জানালা খুলে ঢুক্‌লে হয় না? হাতের কাছাকাছি যেটা এখন?" আমি প্রস্তাব করি।

"উঁহু। ওগুলোয় সব লোহার শিক্‌-দেয়া। তেতলার জানালাটা ছাড়া সুবিধে হবে না।"

"তাই তো! ভারী মুস্কিল তো!" আমার পা আর উচ্চবাচ্য করে না, হাতও যেন অবশ হয়ে আসে। আমি স্থগিত হয়ে পড়ি।

"একি, থেমে গেলেন যে! করছেন কি, ট্রেনের বেশী দেরি নেই আমার।" আইভি আমাকে তারস্বরে জানিয়ে ছায়।

"একটু ভেবে নিচ্ছি।"

সংক্ষেপেই জবাব দিই। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সবই আমাব ভাবনার মধ্যে ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে।

"এই কি আপনার গল্পের প্লট্‌ ভাব্‌বার সময়?" আইভি আর্ত্তনাদ করে' ওঠেঃ "আমার ট্রেণ ফেল্‌ করিয়ে দেবেন্‌ দেখছি!"

ট্রেন্‌? ট্রেনের কথা মোটেই ভাবছি নে। নিজের ফেল্‌ বাঁচাই কি করে' সেই এখন সমস্যা। মাষ্টারদের হাতে পড়্‌লে নিস্তার নেই, ফেল্‌ কর্‌তেই হবে, তা মেয়ে-মাস্টারই কি আর ছেলে-মাস্টারই কি, তাদের কাছ থেকে পাশ কাটানোই দায়।

"আমি বলি কি, মিস্‌ আইভি, তোমার এই পাইপ,—সত্যি কথা বল্‌ব? মানুষের যাতায়াতের পক্ষে তেমন খুব প্রশস্ত নয়। উপাদেয় তো একেবারেই বলা যায় না।"

"পাইপ বেয়ে কখনো ওঠেন নি কিনা তাই একথা বল্‌ছেন! প্র্যাক্‌টিশ থাক্‌লে একথা বল্‌তেন না কখনো। বাড়ীর মধ্যে যাবার ড্রেন্‌-পাইপই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উপায়। কত মানুষ দুদ্দাড় করে' পাইপ বেয়ে উঠে যায়, বিস্তর বইয়ে পড়েছি। এমন কি সদর দ্বার খোলা পেলেও পাইপটাই তারা বেশী পছন্দ করে। পাইপ পেলে দরজার দিকে ফিরেও তাকায় না। পড়েন্‌ নি আপনি?"

"না তো! কবে আর পড়লাম? বই-টই আমি বেশী পড়িনি। লেখাপড়ায় আমার ভারী ভয়।" দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আমি বলি: "উৎসাহই পাইনে, বল্‌তে গেলে। তাছাড়া, লিখে আর ঘুমিয়েই সময়ে কুলিয়ে উঠতে পারিনে, পড়ব কখন?"

যাক্‌, আইভির কাছে একটা নতুন জিনিস শেখা গেল আজ। পুঁথি-গত পাইপ-গতির রহস্য। সেইখানে, পাইপের উপর দাঁড়িয়েই, অথবা দাঁড়াবার ভাণ মাত্র করে'—কেননা, নিখুঁত ভাবে বল্‌তে গেলে, হাতের ওপরেই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হয়েছিল আমায়,—সেই ভাবে, ছোট বেলার বেঞ্চিতে দাঁড়ানোর মর্য্যাদা বাঁচিয়ে, তটস্থ অবস্থায়, নতুন শিক্ষা লাভ হতে থাকে আমার। "বেশ, চেঞ্জ থেকে ফিরে এসে দেব আপনাকে খান্‌কতক্‌।" মিস্‌ আইভি আশ্বাস্‌ দ্যান্‌: "পড়ে দেখবেন।"

"পাইপ থেকে ফির্‌তে পার্‌লে পড়ব বই কি!" আমিও ভরসা দিই। এবং আবার অভিযান স্বুরু করি। ঝুলনযাত্রাকে ধারাবাহিক করে' অবশেষে আমি তেমাথায় এসে হাজির হই। পাইপের তেমাথায়। সেখান থেকে, একটা সটান্‌ উর্দ্ধে, আর দুটো, তেরছা হয়ে ছাদের দুদিকে গিয়ে পৌঁছেচে।

"এইবার কোন্ পথে যাই ?" জিগ্যেস্ করি আমি। আইভির এবং আমার নিজের উদ্দেশেই প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হয়।

"সোজা ডানহাতি পাইপ ধরে চলে যান্। তাহলেই জান্লার কাছে গিয়ে পৌঁছবেন। তারপর আর একটু এগোলেই সেই কার্ণিশ্ !"

ডানদিকের পাইপের শারীরিক অবস্থা দেখে আমার আশঙ্কা হতে থাকে। সুস্থ সবল বল্‌তে যা বোঝায়, সেরকম আখ্যা কিছুতেই দেয়া যায়না সে-পাইপকে। খুব যে হৃষ্ট-পুষ্ট এমনও বলা চলে না। তেমন শক্ত-সমর্থ নয় বলেই আমার সংশয় হয়। আদৌ ওতে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন হবে কি না আমি ভাবতে থাকি।

যেরকম ওর আকার-প্রকার তাতে ওর ওপর নির্ভর করা যাবে কি না কে জানে! ও কি বিশ্বাসের মর্য্যাদা রাখবে ? হয়ত ওকে বিশ্বাস করেই শেষ নিশ্বাস ছাড়তে হবে আমায়। শেষ নাভিশ্বাস!

"ও কি যুঝ্‌তে পারবে আমার সঙ্গে ?" ওর প্রতি আমার অনাস্থা জ্ঞাপন করি: "যা ওর চেহারা!"

কিন্তু আইভি তাগাদা লাগায় এদিকে।

"একদম্ নিরাপদ! কিচ্ছু ভয় নেই।" নীচে থেকে উচ্চস্বরে ঘোষণা করে আইভি। বহুবারের ভ্রমণ-কারিণীর প্রবীণ অভিজ্ঞতা ওর কণ্ঠস্বরের নিঃসংশয়তার ভেতর দিয়ে ব্যক্ত হতে থাকে।

কতক্ষণ আর সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান্ থাকা যায় ? দুর্গা বলে' ঝুলে পড়ি। এবং বিশেষণের-অযোগ্য সেই পাইপের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত হয়ে, ঝুল্‌তে ঝুল্‌তে, তেতলার কার্ণিশের দিকে এগুতে থাকি। প্রাণ এবং পাইপ একসঙ্গে হাতে করে' চলি।

—চূড়ান্তকর গৃহপ্রবেশ

"আমি তো দেয়াল ছাড়তে চাচ্ছি,
কিন্তু দেয়াল আমাকে ছাড়চে কই ?—"

"বরাবর চলে যান্। কোথ্থাও আপনার আট্‌কাবে না। আমি বল্‌ছি।"

তা বটে! কোথায় আর আট্‌কাবে! কেই বা আট্‌কাচ্ছে? নাঃ, আট্‌কাবার কোথাও কিছু নেই! মুখস্থ পড়ার মতো অবলীলায় গড়িয়ে গেলেই হোলো।

আর উচ্চবাচ্য করি না। কম্পিত কলেবরে দুরু দুরু বক্ষে এগোই। আমার তাড়সে, ড্রেণ-পাইপটা একটু দমে' যায় যেন। আমিও দমি।

পাইপের বিপথে নিজেকে চালিত করি, তেতলার দিকেই বটে, তবু, কেন জানিনা, তেতলা আর নিমতলা, খুব যেন কাছাকাছি, প্রতি হস্তক্ষেপেই কেমন যেন সন্দেহ হতে থাকে। এবং সেই অনিষ্টকর ঘনিষ্ঠতার দিকেই অম্লানবদনে এগিয়ে চলি। তেতলায় মাথা ঠুক্‌বার আগেই নিমতলায় গিয়ে ঠেক্‌ব কি না কে জানে!

এক জায়গায় এসে ড্রেণ-পাইপটা মড় মড় করে' ওঠে। আমি একটা চীৎকার ছাড়ি। পাইপের মতই লম্বা এক চীৎকার!

"কী হোলো—কী হোলো আপনার?"

"আইভি! আইভি!—কিছু মনে কোরো না! লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার! কাউকে দিয়ে আমার বিছানাটা নামিয়ে নিয়ে, ঠিক আমার নীচেই এনে পাতো দেখি!"

আইভি অবাক্ হয়ে যায়ঃ "কী যা তা বক্‌ছেন!"

আইভিকে 'আপনি' বল্‌তে আমার বাধে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে ভদ্রতা রক্ষা করা কঠিন, আদবকায়দা বজায় রাখা ভারী শক্ত তখন। নিতান্ত পরও—অত্যন্ত শত্রুও সেই মারাত্মক মুহূর্ত্তে ভারী আত্মীয় হয়ে

ওঠে, অন্ততঃ সেই রকম বলে' ভ্রম হয়,—রজ্জুতে সর্পভ্রম আর কি! যদিও তার কয়েক দণ্ড পরেই একান্ত আত্মীয়ও একেবারে পর ছাড়া কিছু নয়। আইভিকেও আমার ভয়ানক আপনার বলে' বোধ হতে থাকে তখন।

"একটা বিছানায় কুলোবেনা, আইভি! পাড়ার সব বিছানা যোগাড় করো। করে' পুঁজি করো নীচেটায়। ঠিক আমার নীচেই। উঁচুটাতো কম নয়, দেখ্ছই! পড়লে কিছু কম লাগবে তবু।" রুদ্ধ-নিশ্বাসে বলি।

পাইপটা ভেঙে পড়ল, বোধহয়। দেরি নেই আর। সম্ভবতঃ, আর বাঁচা গেল না। এ যাত্রাই খতম্!

"পড়ছেন কোথায়? দিব্যি আট্কে রয়েছেন তো!"

"য়্যা? আট্কে রয়েছি? তাই নাকি? তাহলে পাইপ ভেঙে পড়ে যাইনি এখনো?" এতক্ষণে আমার নিশ্বাস পড়েঃ "পাইপটা ভাঙো-ভাঙো হয়েছিল যেন। মর্ম্মর-ধ্বনি শুনলাম কিনা!"

"কাণের ভ্রম! ভুল শুনেছেন! দিব্যি লাগানো রয়েছে পাইপ—আস্ত দেয়ালের সঙ্গে সাঁটা। পড়বার যো কি! ভাঙলেই হোলো!"

আইভির আশ্বাসে সত্যিই ভরসা পাই এবার। মনে মনে ওকে ধন্যবাদ জানাই। ওকে এবং পাইপকে—দুজনকেই।

"কিন্তু যাই বলুন, মিস্ আইভি! পাইপগুলোয় গলদ্ আছে। তৈরী করার সময়ে, জল নামাবার দিকে যতটা লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, মানুষ তুল্বার দিকে ততটা নজর দেয়া হয়নি। এই পাইপটার কথাই ধরুন্ না কেন—! জল নামাবার পক্ষে যথেষ্টই, এমন কি একে ওস্তাদ্ও বলা যায়, কিন্তু মানুষ তুল্তে একেবারেই মজবুত্ না।"

"কতটাই বা আর! হাত তিনেক তো মোটে! আরেকটু পা চালিয়ে গেলেই, ব্যস্!"

পা চালিয়ে? পা? পা কোথায় দেখতে পেলেন মিস্ আইভি? পা-কে তো কবেই ইস্তফা দিয়েছি! পাইপ-পথে পা অপারগ। তবে কি আমার সাম্‌নের পা ছুটোকেই, যাকে হাত বলেই ভ্রম করবার কথা, মিস্ আইভি এভাবে কটাক্ষ কর্‌ছেন? হাতের পদচ্যুতিতে প্রাণে লাগে, কিন্তু লাগ্‌লেই বা কি করব? হাতও আমার চলৎশক্তিরহিত!

"নাঃ, আপনিই মাটি কর্‌লেন! গাড়ী আর পেতে দিলেন না দেখছি!" আবার শ্রীমতী আইভির ভয়ার্ত্তনাদ!

আমারও ভয় হয়। উনি এখানে পড়ে থাক্‌লেন, আমি উপরে থাক্‌লাম, আর ওধারে, ওঁর মালপাত্রসব, চাকরের সঙ্গেই কিনা কে জানে, চেঞ্জে চলে গেল বেবাক্!

আবার আমাকে সাম্‌নের পায়ে জোর দিতে হয়। পেছনের হাত ছুটোকে দেয়ালের খাঁজে লাগিয়ে পুনরুন্নতিলাভের চেষ্টা করি।

অবশেষে পাইপ ফুরোয়; নিঃশেষ হয় এক জায়গায় এসে। আমিও নিশ্বাস ফেলে জানালাটাকে ধরে ফেলি। কার্ণিশের ওপর বসি পা ঝুলিয়ে। পা এবং হাতকে যথাযথস্থানে নতুন করে' উপভোগ করি আবার। এতক্ষণ বাদে—যদিও খুব সংক্ষেপের মধ্যে—তবুও বসে একটু আরাম পাই।

"এইবার জানালাটা খুলে ফেলুন্ ঝট্ করে'।" আইভি আবার উত্তাল হয়ঃ "ঝর্‌কার ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে।"

কিন্তু হাত গলাই কোন্ ফাঁকে? যতই কেননা সাধি, একটা

ঝর্‌কাও হাঁ করে না—হাঁ করলে তো হাত গলাবো? ভেতর থেকে কে যেন ওদের চেপে রয়েছে। লোহার পাত মেরেই আট্‌কানো কিনা কে জানে!

"খুল্‌ছে না যে!" করুণ স্বরে বিজ্ঞাপন দিই।

"খুল্‌ছেনা? কি মুস্কিল! ফ্যাসাদ্ বাধালেন দেখছি!—" আইভির আই ঢাই আর ফুরোতে চায় না: "আচ্ছা লোক আপনি!—"

আবার আমি প্রাণপণে লাগি, ঝর্‌কার সঙ্গে ঝটাপটি বাধিয়ে দিই—কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! তাছাড়া—কার্নিশের কিনারায় বসে' —ওই ভাবে কায়ক্লেশে বসে—ঝর্‌কার আর কি কিনারা করতে পারব? ওইটুকু জায়গায় মধ্যে কতখানি গায়ের জোর ফলানো সম্ভব? বসে থাকাই দায়, বল্‌তে গেলে।

"উঁহু, এসব ঝর্‌কা খুল্‌বার নয়! ভারী অবাধ্য এরা।" এই বলে' জবাব দিয়ে দিই। আইভিকে এবং ঝর্‌কাদের।

"তাহলে সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে কি করে'? তাহলে?—" আইভির ক্ষুরধার প্রশ্ন।

এহেন ধারালো জিজ্ঞাসায় আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। তাইতো, সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে কি করে'? চোরেরা কি আমাদের চেয়েও চোখা আর চালাক্? ভদ্রলোকদের চেয়েও বেশী ওস্তাদ্ এ সব বিষয়ে? কিন্তু হঠাৎ আমার রাগ হয়ে যায়, নিজেকে আমি আর সাম্‌লাতে পারি না। বলে' উঠি: "কি করে' সিঁধকাঠি দিয়ে খোলে আমি জান্‌ব কি করে'?" রীতিমতই রাগ হতে থাকে, আত্মসম্বরণ করা শক্তই হয় আমার পক্ষে।"—আর তাছাড়া, সিঁধ-কাঠি পাচ্ছিই কোথায় এখন?"

হঠাৎ আমার মনে সংশয়ের ধাক্কা লাগে। খট্‌কা জাগে কি রকম! ওর এই প্রশ্নটা—এই সিঁধকাঠির প্রশ্নটা—একটু কেমন কেমন যেন! আমাকেই একটু ঘুরিয়ে নাক দেখানো গোছের নয় কি? ওর এই অমূলক প্রশ্নে—এই অন্যায় সন্দেহে আমার মেজাজ্ খিচ্‌রে যায়। আমি চেঁচিয়ে উঠি:

"—তাছাড়া, তাছাড়া সিঁধকাঠির সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক? আমি কি—আমি কি—?—?—?—"

আমি যে কী, তা আর আমি ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারি না। একটা অবান্তর ব্যাকুলতা আমার বুকের মধ্যে হুটোপাটি লাগিয়ে ছায়। কিন্তু ওর সন্দেহ ক্রমশঃ আমার মনেও সঞ্চারিত হয়, আমার মধ্যেও ছায়াপাত করে। সামান্য ছায়া ঘন হয়ে ঘনীভূত হয়ে ওঠে ক্রমে ক্রমে। আমিও নিজের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে সুরু করি।

এবং বেশ কাচুমাচু হয়েই বলি, বলে' ফেলি এবার: "তাছাড়া সিঁধকাঠিটা সঙ্গে করে' আনা হয় নি তো—" অনুতপ্ত কণ্ঠেই প্রকাশ করি: "বাসাতেই পড়ে রয়েছে। ভুলে ফেলে এসেছি।"

"তাহলে আর কী করবেন? ছুরি দিয়েই ঝর্‌কাটা কাটুন্ তবে।" আইভি নতুন ব্যবস্থাপত্র বার করে।

পকেট হাত্‌ড়ে দেখি,—অবশ্যি, না হাত্‌ড়ালেও ক্ষতি ছিল না। কেননা, ছুরি-টুরির বড় ধার ধারিনে, ভূতপূর্ব্ব দাড়ি-কামানো-ব্লেডেই চিরদিন পেন্‌সিল্ চেঁছেছি; তবু, যাবতীয় সন্দেহ ভঞ্জন করে' ফেলাই ভালো।

"নাঃ, ছুরিও কাছে নেই।"

—চূড়ান্তকর গৃহপ্রবেশ

আইভি বল্লে : "এবার—হ্যাঁ, এবার নিশ্চিন্ত মনে চেঞ্জে যেতে পারব !"

"ওঠবার আগে বল্‌তে হয়। আমার কাছে ছুরি ছিল। এখন আবার ছুরি নেবার জন্যে আপনাকে নেবে আস্‌তে হবে আরেকবার।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মা দুর্গা, মা কালী, খোদাতাল্লা এবং মেরী মাতা—প্রভৃতি আমার প্রিয়পাত্র সব দেবতার নাম স্মরণ করে' নিই, তারপরে, তারপরে, হাত পা ছেড়ে দিয়ে, পাইপ বেয়ে নেমে আসি সটান্। উঠতে যতটা সময় লেগেছিল, তার ঢের—ঢের কম সময় লাগে নাম্‌তে। তেতলা থেকে একতলা পর্য্যন্ত সারাপথে আমার স্মৃতিচিহ্ন ছড়াতে ছড়াতে আসি। কোথাও একটা বোতাম্, কোনখানে আধখানা পকেট্, কোথাও জামার একটু হাতা, কোথাও বা কাপড়ের একটুক্‌রো—এবং পাইপের সব নীচের গাঁট্‌টায় খানিকটা চাম্‌ড়া। প্রায় আধ ইঞ্চিটাক্ আমার নিজেরই চাম্‌ড়া।

"এই নিন্ ছুরি! এবার উঠতে বেশী বেগ পেতে হবে না আপনাকে। এখন মুখস্থ হয়ে গেল কিনা! সহজেই শীগ্‌গিরই উঠতে পার্‌বেন এবার। কি করে' পাইপ দিয়ে উঠতে হয় বেশ বুঝে নিয়েছেন আপনি।"

"হ্যাঁ, হাড়ে হাড়ে বুঝেচি।" মনে মনে বলি।

"পাইপ দিয়ে ওঠা নামা এমন খারাপ কি? একখানা ভালো এক্‌সার্‌-সাইজ্ বল্‌তে গেলে, আমার মতে।" অকাতরে বলেন মিস্ আইভি।

আবার আমার রিটার্ণ-জার্নি সুরু হয়। পুনরায় সেই তেমাথার জংশনে গিয়ে পৌঁছই, সেখান থেকে গাড়ী বদ্‌লে এবং পাড়ি বদ্‌লে, কার্নিশের ইষ্টেশানে গিয়ে হাজির হই আবার।

ছুরি বাগিয়ে তৈরী হয়ে নিই।

কিন্তু পরাক্রমের সূত্রপাতেই টের পাই, এবারো কিছু ভুলে ফেলে আসা হয়েছে। না, আরেকখানা ছুরি নয়,—কেবল আরো দুটো হাত। ছুরিকাঘাতে ঝর্কার বক্ষভেদ করবার জন্যেই দুটো হাতের দরকার, এবং আরো দুটো হাত চাই জানালাটা ধরে টিকে থাক্বার জন্যে; কেননা আরো দুটো হাত না পেলে কার্ণিশের ওপরে, ওই সামান্য পরিসরের মধ্যে, নিজেকে বজায় রাখাই দুরূহ!

ব্যাপার বড় সহজ নয়! পায়ের কাজ এতক্ষণ হাতে চালিয়েছি বটে, কিন্তু হাতের কাজে পায়ের হস্তক্ষেপ করা চল্বে না।

যাক্, ওর মধ্যেই বাছাই করে' নিতে হয়। নিজেদের মধ্যে রফা করে' ফেলি। এক একটা কাজে এক একটা হাতকে লাগিয়ে দিই। এক হাতে জান্লা ধরি, আরেক হাতে ছুরি চালাই। সর্ব্বসাকুল্যে, দুটি তো মোটে হাত—এর বেশী কী আর কর্ব?

ডিটেক্টিভ্ গল্পে, ছুরির সাহায্যে জান্লা খুলে ফেল্ছে, প্রায়ই এরকম পড়া যায়। কাজটা যেন কিছুই না, একটা ছুরি পেলেই হোলো! (অবশ্য, একটা জান্লা পাওয়াও দরকার বটে!) কিন্তু ডিটেক্টিভ্-লেখকরা যদি জানালা-খোলার কৌশলটা একটু বিস্তৃত করে' বর্ণনা করতেন, রহস্যটা ঈষৎ ভেদ করতেন আরো, তাহলে আমাদের মত আনাড়িদের সম্প্রতি কত উপকারে আস্ত। টেক্স্ট্ বইয়ের মতো, হাতের কাছে রেখে, এই দুঃসময়ে, কাজে লাগানো যেত এখন।

পুরো আধঘণ্টা লেগে গেল জানালা খুল্তে আমার। পুরো আধ-ঘণ্টার প্রাণান্ত পরিশ্রম! যাক্, খুলেছি, খুল্তে পেরেছি অবশেষে।

নীচে, অব্যবহিত নীচেই, জনৈক ভদ্রমহিলা না থাক্‌লে, টার্জ্জানের মতো পেল্লায় এক ডাক ছাড়্‌তাম !—

বিরাট্‌ এক হাঁক্‌ ছেড়ে দিগ্বিদিকে নিজের বিজয়-ঘোষণা করে' দিতাম ! গৃহপ্রবেশের চূড়ান্ত করে' ছেড়েচি, কম কথা নয় !

পাল্লাগুলো ছড়িয়ে, জানালার মধ্যে সবেমাত্র মাথা গলিয়েছি, কপালের ঘাম মুছেচি কি মুছিনি, শ্রীমতী আইভি বল্লেন—

"ভেতরে আস্‌তে পারছেন না ? ডিঙিয়ে চলে আসুন !"

আওয়াজ্‌টা এত কাছাকাছি যে প্রথমে আমার মনে হোলো আইভিও যেন ড্রেন্‌-পাইপ ধরে', আমার পেছনে পেছনে ধাওয়া করে', প্রায় আমার আশেপাশেই কোথাও, এসে দাঁড়িয়েছে।

তার পরমুহূর্ত্তেই তাকে দেখ্‌তে পেলাম ঘরের মধ্যিখানে।

"য়্যাঁ ? একি ?" আমি চম্‌কে যাই, দম্‌ আট্‌কে আসে আমার।

"ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লে কি করে' তুমি ? চাবি খুঁজে পেয়েছ না কি ?"

"চাবি তো হারায়নি,—" আইভি বলে, বেশ মর্য্যাদার সঙ্গেই বলে : "চাবি হারালো কখন ?"

"কী ? তার মানে ? তাহলে, এত কাণ্ড-কারখানা,—এত হাঙ্গাম্‌ —এসব করা কেন ?—"

"আমি চলে যাচ্ছি কিনা, আজ দুপুরের গাড়ীতেই চলে যাচ্ছি। শিলং যাচ্ছি চেঞ্জে। বাড়ীর মধ্যে সহজে সেঁধুনো যায় কিনা, কেউ ঢুক্‌তে পারে কিনা সিঁধ কেটে সেইটে জানার দরকার ছিল। সদরে তো চাব্‌স্‌ লাগানো, বিলিতি তালা, কারুর—কিছুর সাধ্যি নয় খোলে, এবং আর সব জানালাও নিরাপদ, কেবল আমার ঘরের এইটাতেই

গরাদ্ দেয়া নেই ! আমার এই জানালাটা নিয়েই ভীষণ ভাবনা ছিল। কিন্তু যাক্, গরাদ্ না থাক্লেও, খড়খড়ি ফাঁক্ করে' সেঁধুনো যত সোজা ভাবা গেছল, আসলে ওটা তত সহজ নয় মোটেই। আপনার মতো একজন এক্স্পার্ট্ লোককেও হিম্সিম্ খাইয়ে দিয়েছে। আর, আপনি ছাড়া,—না, সিঁধ কাটার কথা বল্ছিনে—তবু, আপনি ছাড়া এ পাড়ায় কার আর অতো দুঃসাহস আছে বলুন্ ? এখানে কেবল তো আপনিই শুধু গল্প লেখেন ? এবার আমি—হ্যাঁ, এবার নিশ্চিন্তমনে চেঞ্জে যেতে পারব। হুঁ, অনেকটা নির্ভাবনাতেই। খুব ধন্যবাদ আপনাকে—আপনি আমার জন্যে যে এতখানি—”

কিন্তু তারপরে আইভি কী যে বল্লেন তার একটা কথাও আমার কানে এলনা। মাটিতেই আমি নেবে এসেছি ততক্ষণে। মাথা ঘুরে গিয়ে, ঘুরপাক্ খেয়ে, পাইপ বেয়ে কি করে' নেবে এসেছি আমি নিজেই জানিনে !

মামার জন্মদিন

বুলুর মামা ভারী রেগেছেন আমার ওপরে।

তখন থেকে খালি বল্‌ছেন ঃ "তুমি তো—তুমি তো ভারী—তুমি তো ভারী ছোটো লোক হে !"

বুলুর মামা পশ্চিমে কোথায় থাক্‌তেন, দিনকতক হোলো এসেছেন কলকেতায়। উঠেছেন আমাদের ফ্ল্যাটেই।

বুলু আমার খুড়্‌তুত ভাই, এখানে আমার কাছে থেকেই পড়াশুনা করে। বুলুর বাবা, অর্থাৎ আমার খুড়োর, ঘুরোঘুরির চাক্‌রি—'সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া'র কাজে আজ-এখানে-কাল-সেখানে করে' বেড়াতে হয়। কাজেই বুলু আমার কাছেই থাকে।

অতএব, খুব খুঁটিয়ে দেখলে, বুলুর মামা আমার পর নয় নেহাৎ! খুড়্‌তুত মামা—কিম্বা—মামাত খুড়ো এই রকমই একটা কিছু সম্পর্ক

"বাবাজী, তোমার এই জামাটা ভারী
পছন্দ আমার !—" মামা বলেন।

দাঁড়াবে। খুব দূর সম্পর্ক কি? আসল মামার চেয়ে কোনো অংশেই ন্যূন নয়, বোধহয়।

বুলুর মামার সবচেয়ে—সবচেয়ে বড়ো দোষ—কিন্তু সে কথা বলা কি উচিত? হয়ত ওটা দোষ নয়, ওইটেই হয়ত আত্মীয়তা-স্থাপনের দস্তুর। কিন্তু সে যাই হোক্, এই ক-দিনেই উনি আমাকে জামা-কাপড়ে প্রায় ফতুর করে' ফেলেছেন!—

আমার ধুতি-পাঞ্জাবী-শার্ট-কোট্, এমন কি, রুমালটি পর্য্যন্ত, যেটিই ওঁর মনে ধর্‌ছে সেটিই উনি তক্ষুনি—

"বাবাজী, তোমার এই জামাটা বেশ পছন্দ আমার। আমাকেও একটা করাতে হবে এই রকম। তবে যত দিন না করাচ্ছি, তোমার যদি না অসুবিধা হয়—"

"তা, নিন্ না! নিন্! আরো তো রয়েছে আমার!" কাষ্ঠ হাসি হেসেই বলি। মামাকে একটা জামা ধার দেব, সে আর বেশী কি?

মাতুল-ভক্তির পরাকাষ্ঠা তো দেখাই, কিন্তু উনিও তার পর আর করান্ না, এবং আমারো আর থাকে কই? আরো আরো যা কিছু ঐ পথেই সব বেরিয়ে যায়। উনিই থাক্‌তে দ্যান্ না বলতে গেলে।

করাবার কথা ভুলেই যান্ কি না কে জানে! কিম্বা, করিয়েছেন বলেই ভাবেন হয়তো। ওগুলো হয়তো ওঁর নিজের জামা কাপড় বলেই মনে করেছেন, বদ্ধমূল তাই হয়তো বিশ্বাস জন্মে গেছে। আমারও সেইরকম সন্দেহ হতে থাকে।

বেশি দিন সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান থাকা আমার পোষায় না। সন্দেহ-ভঞ্জন কর্‌তেই আমি চাই। ওগুলো, ওঁর নিজের ধারণায়,

যখন ওঁর নিজস্ব, তখন আর আমার নতুন করে' ধার নিতে বাধা কি? একবার ধার নেব বইতো না! এবং হয়তো আবার বারবারই ধার নেব তার পর থেকে। একবার স্নুরু করতে পারলে হয়—

কিন্তু কার্‌বারের সূচনাতেই অস্থির কাণ্ড!

"ধার নেবে, তার মানে? এ তো তোমারই কাপড়-জামা, তুমি আবার ধার নেবে কি রকম?"

"আমার মনে ছিল না।" আম্‌তা আম্‌তা করে' বলি: "আমারই নাকি? বটে? আমি ভেবেছিলাম আপনি নতুন করিয়েছেন।"

"নিজের জিনিস নিজেই কেউ ধার নেয় আবার? তুমি তো—তুমি তো ভারী ছোটলোক দেখছি!"

তারপর উনি আমাকে উদ্ধার করতে স্নুরু করেন! বল্‌তে কিছু আর বাকী রাখেন না।

"নাঃ, তোমার বাড়ী আর থাকা নয়! আজই আমি বাসা বদ্‌লাব। আলাদা বাসা ভাড়া কর্‌ব আজই। তোমার মত ছোটলোকের বাড়ী আবার ভদ্রলোকে থাকে? ছ্যাঃ! আজই আমি—এখুনিই আমি একবস্ত্রে বেরিয়ে যাচ্ছি। একটু বাদেই। আলবৎ!"

এই বলে', সমস্ত কথামৃত শেষ করে' সেদিনই তিনি—হ্যাঁ—চলে গেলেন সত্যি—কিন্তু ঠিক এক-বস্ত্রে নয়। বহু-বস্ত্রেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। আমাদেরকেই একবস্ত্রে রেখে গেলেন বল্‌তে গেলে।

আশেপাশেই কোথায় না কি আস্তানা গেড়েছেন, বুলুর কাছেই খবর পেলাম।

যাক্‌, দুঃখ করে' আর কি কর্‌ব? মামা কিছু মানুষের চিরদিন

থাকে না। মারা গিয়েই অনেকের ছেড়ে যায়। ইনি না হয়, বেঁচে থাক্‌তেই, একটু এগিয়ে গেছেন। এমন কি আর!

নিজে তো সান্ত্বনা পাইই, বুলুকেও দিতে চেষ্টা করি।

"আর কিছুদিন থাক্‌লে তোর হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ও পরে' ফেল্‌তেন হয়তো! ভুল করেই পরে ফেল্‌তেন!"

"বাঃ, নিয়ে গেছেন যে! চার্‌টে হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ নিয়ে গেছেন আমার। আমার আর একটা—ও নেই———"

"য়্যাঁ? হাফ্‌প্যাণ্ট্‌!" আমার চোখ কপালে উঠে যায়ঃ "হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ও?"

"হুঁ।" ওর মুখ দেখ্‌লে কান্না আসে। হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ কিম্বা মামা কার বিরহে ও যে বেশি কাতর ঠিক বুঝতে পারি না।

"হাফ্‌প্যাণ্ট্‌ নিয়ে কী করবেন? তোর হাফ্‌প্যাণ্ট্‌, ও-কি পরতে পার্‌বেন উনি?"

"বল্লেন, নিয়ে যাই। খাসা আণ্ডার্‌-ওয়্যার্‌ হবে।" বুলু বলে।

অশোক-বনে সীতার মতো শোকাবহ ওর মুখচ্ছবি। দেখ্‌লে মায়া হয়। ভ্যাঁ করে' কেঁদে ফেল্‌তে ইচ্ছে করে।

"যাক্‌, যা যাবার গেছে, যেতে দে! এবার নিশ্চিন্ত মনে নতুন সব করিয়ে নিলেই হবে। আর-তো ভয় নেই? ভাবনা কী আর?"

কিন্তু ভাবনা অনেক কিছুই ছিল, মাসিক পত্রের উপন্যাসের মতো ক্রমশঃ-প্রকাশ্য-রূপে দেখা দিতে লাগ্‌ল।

বিকেলেই বুলু এসে বল্লে, "আমাদের যে সব ফার্ণিচারে দরকার নেই, মামা চেয়ে পাঠিয়েছেন।"

" ? " আমি বলি। ওর বেশী আমার মুখ দিয়ে বেরয় না।

"মামার ঘর সাজাবার জন্যেই দরকার পড়েছে।"

"তাতো বুঝেছি," বহু চেষ্টায় বাক্‌শক্তিকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি ঃ "কিন্তু কোন্ জিনিসটা আমাদের অদরকারী, শুনি ?"

"এই পুরণো অকেজো যে সব আস্‌বাব্ পত্র—"

"যদি তেমন থাকে, নিয়ে যাও। যা ভালো বোঝো করো গে।"

বুলু পাপোষ থেকে আরম্ভ কর্‌ল ;—হ্যাঁ, ওটা অকেজোর মধ্যেই বটে,—বহুকাল ধরেই প্রবীণ হয়ে দরজার গোড়ায় পড়ে আছে, মাথার বিস্তর জায়গায় টাক্ পড়ে গেছে বেচারার!—তারপর পাপোষকে সেরে, পুরণো ট্রাঙ্ক্‌টার সঙ্গে আপোষ কর্‌ল বুলু। এবং টিপয়ের দিকে অগ্রসর হোলো পায়ে পায়ে—টিপয় ? যাক্‌গে, প্রায়ই অন্ধকারে ওটা গায়ে এসে পড়ে—গেলে বাঁচাই যায় বরং !—টুল্‌টাকেও ক্রমে দখল করল বুলু। ওটাও ধাক্কা লাগাতে কম ওস্তাদ্ নয়, যাক্ ওটাও—। টুল্‌কে হজম্ করে' জানালাগুলোর পর্দ্দা তুল্‌তে সুরু কর্‌ল সে।

"য়্যা ? পর্দ্দা ? পর্দ্দাও ফাঁক্ কর্‌বি নাকি ?'

"বাঃ, এগুলোতো পুরণোই হয়ে গেছে ; ভয়ঙ্কর পুরণো।"

ক্রমশঃ দেয়ালের দিকে হাত গেল বুলুর। ফ্রেমে-বাঁধা ছবিগুলো সরাতে লাগল সে। একে একে।

আমার খট্‌কাই লাগে। ছবিগুলো পুরণো—হ্যাঁ—পুরণোই বটে, কিন্তু—! কিন্তু আর কি, মনের মধ্যে ভারী খচ্‌খচ্ কর্‌তে থাকে কেমন !

"গ্রেটা গার্ব্বো ? গ্রেটা গার্ব্বোকেও নিবি ?—" আপত্তির সুরে আমি বলি। "আমার গ্রেটা গার্ব্বোকেও ?"

ততক্ষণে বুলু তাকে বাজেয়াপ্ত করে' বসেচে। আমি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ভাবি, পুত্রশোকও ভোলে মানুষ, পাওনা টাকা মারা গেলেও আস্তে আস্তে সয়ে যায়, হতভাগা বোগেশ দাসের মেরে-দেয়া টাকাটা তো আমি ভুল্‌তে পেরেছি। কত লোকই তো কত লোককে ভুলে যায়! অতএব আমিও হয়তো, গ্রেটা গার্বোকেও, একটু মনে করলেই, ভুল্‌তে পারব।

"ওর বদলে, আমার নতুন ফটোটা বাঁধিয়ে এনে দেব তোমায়।" বুলু আমাকে আশ্বাস দ্যায়ঃ "সেটা খুব ভালোই উঠেচে তুমি দেখো।"

ছবিগুলোর সঙ্গে, আমার ডেক্‌চেয়ারটিকেও সে গুটিয়ে নেয়। আমার আরাম করে' বস্‌বার চেয়ার! অমি—আমি আর কী বল্‌ব? সকরুণ নেত্রে শুধু তাকিয়ে থাকি।

কদিনেই বুলু আমাদের ফ্ল্যাটের কখানা ঘরই বেশ পরিষ্কার করে' আনে। বাহুল্য-আসবাবের আবর্জ্জনা থাকেই না বল্‌তে গেলে। দেরাজ, আল্‌না, আল্‌মারি, এমন কি আল্‌পিন্ রাখার ছোট্ট পিন্-কুশন্‌টা পর্য্যন্ত উধাও হয়েছে। কেবল থাকবার মধ্যে আছে আমার লেখ্‌বার টেবিলটা। পুরণো হলেও সেটা টিকে গেছে কোনো গতিকে। আর, দরজা জানলা—?—হ্যাঁ, ও-গুলোও রয়েছে।

"যে রকম তুমি লেগেচ, তাতে দেখ্‌চি, মামার দৌলতে আমাদের কিছুই থাক্‌বে না আর।"

"কী যে বলো তুমি! বিদেশে এসে মামা বাসা ভাড়া করেচেন, কদিনের জন্যেই বা! আবার নতুন করে' কিন্‌তে যাবেন সব? তাছাড়া ধার নিচ্ছেন বইতো নয়।"

"আমি বরং প্রাণ দেব, সেও স্বীকার,
কিন্তু আমার টেবিল আমি দেব না।"
মুক্তকণ্ঠেই আমি বলি।

বেচারী বুলুর মা নেই। মা-র এস্কোয়্যার্ পেয়ে মাতৃভক্তির ডবল করে' বস্‌বে সে আর বেশী কথা কী? স্কোয়্যার্-রুট্ বড়ো শক্ত রুট্!

বুলুর মামাতৃ-ভক্তিতে বাধা দিতে আমার প্রাণে লাগে।

অবশেষে বুলু, অচিরেই একদিন, খুব সসঙ্কোচেই প্রশ্ন কর্‌ল: "তোমার ঐ লেখ্‌বার টেবিল্‌টা কি খুব পুরণো হয়নি বড়্‌দা?"

"তার মানে?"

"বড়ো দেখে নতুন দেখে আরেকটা কিন্‌লে হয় না? নেহাৎ ছোটো—এটাতে তো কুলোয় না তোমার।"

"অর্থাৎ মামার বুঝি এটারও—" এবার আমার আর সহ্য হয় না, "দ্যাখো বুলু, এটাও যদি তুমি নিয়ে যাও তাহলে ভালো হবে না কিন্তু। এটাকে আমি ভয়ানক ভাবে ভালোবাসি। হ্যাঁ, এটা ছোটোই বটে, বেশ একটু ছোটোই বল্‌তে হবে। কাগজ পত্র আঁটেনা, তাও ঠিক। চিঠি লিখ্‌তে থই পাইনা, গল্প লিখে লিখে মাটিতেই নামিয়ে রাখ্‌তে হয়। সব কথাই সত্যি। কিন্তু তবু, আমি বরং প্রাণ দেব; কিন্তু আমার টেবিল আমি দেব না। প্রাণ গেলেও না।" মুক্তকণ্ঠেই বলি।

অনেকদিনের আত্মীয়তা, টেবিলটাকে ছাড়া আমার পক্ষে একটু শক্তই বটে! কত গল্পই না ওর পিঠে ফেঁদেছি। ও কোনোদিন না বলেনি। ওর মায়া কাটানো সহজ নয়। বুলুর কাছে আমার দুর্ব্বলতা ব্যক্ত করতে দ্বিধা করি না।

"হ্যাঁ! ভারী তো টেবিল্। ভালো দেখে আরেকটা কিন্‌তে কতক্ষণ? চমৎকার পালিশ-করা সাইড-বোর্ডওয়ালা বেশ বড়ো টেবিল আমি নিজেই পছন্দ করে' কিনে দেবো তোমায়, আজকেই কিনে

দেব, তুমি টাকা দিয়ো।” বুলু আমাকে ভরসা ছায় : “তার থেকেও তোমার গল্প বেরুবে, দেখো। আরো ঢের ঢের ভালো গল্প বেরুবে। বড়ো বড়ো গল্প।”

“না—না—না!” আমি ঘোরতর প্রতিবাদ করি : “তা হয় না। ও আমার বহুকালের বন্ধু! ওর পাদ-পিঠেই আমার লেখক-জীবনের সুরু। কাঞ্চন বাড়ী থেকে পালিয়ে ওই টেবিলেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল। হর্ষবর্দ্ধন-গোবর্দ্ধন প্রথম ওর ওপরেই হুম্ড়ি খেয়ে পড়ে! এই সেদিনও বিশ্বপতিবাবু ওর ওপরেই অশ্বত্বলাভ করলেন! ওইখেনে, ওইটুকু জায়গার মধ্যেই, পঞ্চাননের অশ্বমেধ হয়ে গেল! ওর সঙ্গে অনেকের স্মৃতি জড়িত। ওকে আমি ছাড়্তে পারব না, কিছুতেই না! প্রকাণ্ড একটা বিলিয়ার্ড টেব্‌ল পেলেও না।”

কিন্তু বিকেলে বেড়িয়ে এসে দেখি, টেবিলটি অন্তর্হিত হয়েছে। তার জায়গায়, বাতিল একটা কেরোসিন কাঠের বাক্সের ওপরে, বুলুর ক্যারম্-বোর্ডটা বিরাজ করছে। সেই টেবিলটার একৃটিনি-হিসেবেই কাজ চালাতে ইনি এসেচেন বোধ হয়।

“বড়্দা, রাগ করেচ তুমি?” বুলু ম্লানমুখে এসে জিগ্যেস্ করে।

“না না, রাগ কিসের? মামার জন্যে কি না করে মানুষ? রাবণ-দুর্য্যোধন কিছু কি বাকী রেখেছিল? নিজেকেও রাখেনি।”

ঐতিহাসিক নজির খতিয়ে দেখ্লে, মামার কবলে বাঁচেনি কেউ। মামার হাতে পড়্লে বাঁচা যায় না। বুলু তো সামান্য মানুষ,—মানুষ হিসেবেও যৎসামান্য! কতো বড়ো বড়ো রথী-মহারথীরাই গেব্ড়ে গেছেন! মামার কাছে নিজেকে থামানো শক্ত,—সত্যিই!

"মামা কাল একটা ভোজ দিচ্ছেন পাড়ার সবাইকে।" রাত্রে বিছানায় শুয়ে, বুলু আস্তে আস্তে কথা পাড়ে: "আমাদের—" বুলু থেমে যায় হঠাৎ।

"তুমি যেয়ো। আমি—আমি আর কেন?" কিন্তু—কিন্তু করি: "মামার নেমন্তন্নে যেতে আমার কেমন ভয় করে।"

ভয়ের কথাই বই কি! জামাই সেজে যাবো, খালাসী হয়ে ফিরতে হবে হয়তো! গায়ের জামাটি পর্য্যন্ত সব কিছুই খালাস্ করে নেবেন। যা মোক্ষম্ মামা আমাদের।

"না, সে কথা না। আমাদের এই ফ্ল্যাট্‌টাই তিনি চেয়েছেন কাল্‌কের জন্যে। কাল্‌কের জন্যেই কেবল! এইখেনেই লোকজনদের খাওয়াবেন কিনা!"

"এইখেনে? এখানে কেন?" বিস্ময়ে আমি ভেঙে পড়ি।

"তাঁর বাসায় জায়গা কম। আস্‌বাব্‌পত্রেই সব বোঝাই, কোথাও কি ফাঁক্ আছে একটু? আর আমাদের তিনটে ঘরই তো বেশ ফাঁকা এখন। খালিই পড়ে আছে বল্‌তে গেলে।"

"তা বটে! কিন্তু—"

ভাবনা হয়, যাবার সময়ে আরো বেশি না ফাঁকা করে' যান্ আবার! একমাত্র অবশিষ্ট দুজনের চৌকি দুটোই না উত্তরাধিকার করে' বসেন কে জানে! উত্তরাধিকার-সূত্র বড়ো সহজ সূত্র নয়! একবার সেই ফাঁসে জড়িয়ে পড়্‌লেই গ্যাছো! তখন বেদখল হতে কতক্ষণ? এই চৌকি দুটোও যদি সরে' পড়ে—তাহলেই তো হয়েছে! দিনরাত ধরাশায়ী হয়ে থাক্‌তে হবে তাহলে।

"লোক খাওয়ানোর সখ্ হোলো যে হঠাৎ ?" আমি জিজ্ঞেস্ করি। তাহলে কি পাড়ার লোকদেরও ফাঁক্ করবার—ধারে কাটবার—কেটে চৌচাকলা করে' ফেল্‌বার মৎলব না কি ? নইলে এতখানি বাজে খরচ বাড়ী বয়ে ডেকে আনা, এহেন কাণ্ড, মামার কুষ্ঠির সঙ্গে ঠিক খাপ্ খাচ্ছে না তো। আমার সন্দেহ হতে থাকে।

"মামার জন্মদিন কি না কাল !"

"ও, তাই !" কিন্তু তাহলেও তো—আমি ফের ভাবনায় পড়ি—ফ্যাসাদ্ আছে আরো। "কিন্তু—কিন্তু জন্মদিনে যে উপহার দিতে হয় ! কী দেয়া যায় ?" আমার মাথা ঘাম্‌তে থাকে !

বুলুও খানিক্ ভাবে : "আমার ক্যারম্ বোর্ডটা আমি প্রেজেণ্ট্ দেব। ওটা কি টেবিল করে' কাজে লাগাবে তুমি ?"

"একদম্ না।"

বেশ সজোরেই আমি বলি। সত্যি বল্‌তে, টেবিলের জায়গায়, ক্যারম্ বোর্ডের কথা ভাবতেই আমি পারিনে। লেখাটা আমার কাছে যদিও খেলার সামিল, খেলারই রকমফের, এক রকমের খেলাই বল্‌তে গেলে, কিন্তু তাহলেও—ক্যারম্ বোর্ডের ওপর লেখা-লেখা খেলা ? মনে কর্‌তেই যেন কেমন লাগে। অনেকটা টেবিলের ওপর ক্যারম্ খেলার মতই দারুণ দুর্ব্বিষহ ব্যাপার !

"আমি তাহলে ওর তলাকার কেরোসিনের বাক্সটা দেব।" একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে ফেলি : ফেলে বলি : "ওইটেই তো শুধু রয়েছে আমার !"

সকালে ভালো করে' ঘুম ভাঙ্‌তে না ভাঙ্‌তেই বাড়ীর দরজায়

জোর হাঁকাহাঁকি ! চারজন জেলে এসে হাজির—ইয়া ইয়া মাছ নিয়ে ! শেয়ালদার বাজার থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মামাবাবু।

কিনেই পাঠিয়ে দিয়েছেন, বল্‌তে গেলে। কেন না, জেলেরা বল্ল, "দামটা আপনাদের দিতে বল্লেন কর্ত্তা।"

" ? ? " বুলুকে আমি জিগ্যেস্ করি, বিনাবাক্যব্যয়ে।

"মিটিয়ে দেয়া যাক্। মামা এসেই দিয়ে দেবেন এখন।"

"উঁহু।" কেন জানি না, আমি ভয়ানক নাস্তিক—ভারী সংশয়-বাদী হয়ে পড়েছি আজকাল। মামাদের প্রতি আস্থা ক্রমশঃই কমে আস্‌ছে আমার। মাতুল-জাতিকে কেবল বাতুলরাই বিশ্বাস করে, এই কথাই সদা সর্ব্বদা আমার মনে জাগরূক হয় এখন।

"উঁহু। সেটা কি ভালো হবে ? উনি এসেই দেবেন। এসে পড়্‌লেন বলে'। ওঁর দাতব্য কাজে—দানশীলতায়—আমাদের বাধা দেয়া কি ঠিক ?"

জেলেদের সবুর কর্‌তে বলি।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে তরকারীওলারা এসে পড়ে, চাল-ডাল-আটা-ঘি-মশ্‌লা—চিনির বস্তা—এরাও সব আস্‌তে থাকে। ও বাবা ! এ যে ইলাহী ভোজের ব্যবস্থা দেখ্‌ছি !

সবাই বাড়ীর মধ্যে এসে মোট নামায়, গুমোট্ বাড়ায় আরো। সবার মুখেই এক কথা, দামটা আমাদেরই দিতে বলেছেন কর্ত্তা !

কিন্তু সবাইকেই অপেক্ষা করতে হয়। কেন না, এত সব জিনিসের দাম, আমাকে বিক্রি কর্‌লে, এবং সেই সঙ্গে, বুলুকে ফাউ দিলেও, ক্যারম্‌বোর্ড এবং কেরোসিন কাঠের বাক্স সমেত,—যোগানো যাবে কি না সন্দেহ।

—মামার জন্মদিন

এই যে, গিরীশচন্দ্রের কড়াপাকও
এসে হাজির ! আর কী চাই ?—

অবশেষে গিরীশচন্দ্রের কড়াপাক্ এসে পড়ে। দুর্ব্বিপাকের ওপরে !

আধমণ মেঠাইয়ের সঙ্গে মামার একটা মিঠে চিঠিও এসে হাজির !

"বাবাজী, আজ আমার জন্মদিন। জেনেছ বোধ হয় বুলুর কাছে। কালীঘাটে মার পূজো দিতে যাচ্ছি, পথে নেমে, গিরীশচন্দ্রের কড়াপাক্ কিনে পাঠালাম—বেশী না, আধমণটাক্ মাত্র। আগের গুলোর দাম যেমন মিটিয়েছ, এটারও তেম্নি দিয়ে দিয়ো। জন্মদিন জীবনে এক-বারই—খুড়ি—বছরে একবারই আসে। আজ আমার বাবা মা—অর্থাৎ তোমাদের দাদামশায় দিদিমা প্রভৃতি বেঁচে নেই, থাক্লে তাঁরাই করতেন, মামাদের বাড়ী থাক্তে তাঁরাও না করেছেন তা নয়। কিন্তু এই বিদেশ-বিভূঁয়ে এই অনাথ মাতুলের কেবল তোমরাই আছো। আমার জন্মদিন তোমরা না করলে কে করবে ? ইতি—

তোমাদের স্নেহান্ধ মামাবাবু"

"কত দাম হবে ?" মামার স্নেহে বিচলিত হয়ে বুলু জিগ্যেস্ করে।

"কেবল কড়া পাক্, না, সব জড়িয়ে ?" পাল্টা প্রশ্ন করি।

কেবল গিরীশচন্দ্র তো বোঝার ওপর শাকের আঁঠি ! শাকের আঁঠি দিয়েই সকাল থেকে যে-বোঝার সূত্রপাত হয়েছে—গিরীশ সেই গোদের ওপর বিষফোড়া কেবল।

"কতো হবে কি করে' বল্ব !" আমি জবাব দিই : "য্যাতো জিনিস জন্মেও কখনো চোখে দেখিনি ! নিজের শ্রাদ্ধেও দেখ্তে পাব কি না কে জানে !"

"আমার এই ফাউণ্টেন্ পেন্টা বেচ্লে হয় না ? আমার জন্মদিনে দেয়া তোমার এইটে ?"

"না বোধ হয়।" আমি ঘাড় নাড়ি।

"বাবার দেয়া এই রিষ্টওয়াচ্‌টা ?...তাতেও কুলোবে না ?"

"আশঙ্কা কম।"

"তবে ?"

তবে-র কথাই আমি ভাবছিলাম। এরা তো একটু বাদেই ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করবে। মামাকে না পেলে আমাকেই। তার চেয়ে বরং আমাকে না পেয়ে মামাকেই এরা পাক্।

"বাপু, তোমরা সবাই বোসো এখানে। মামাবাবু এসে পড়লেন বলে'! তিনি তো দাম মিটিয়ে দেবার কথা বলেছেন, কিন্তু সিন্দুকের চাবিটা ভুলে নিয়ে গেছেন সঙ্গে করে'। সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই! এদিকে হয়তো পাশের বাড়ীতেই কি আশে পাশে কোথাও দাবার আড্ডায় জমে গেছেন কিনা কে জানে!"—এই বলে' মামার নতুন বাড়ীর ঠিকানাটাও ওদের জানিয়ে দিই—"দেখ্‌ছি আমি তাঁকে, গিয়ে সেখানেই খুঁজে দেখ্‌ছি! বুলু, আয় আমার সঙ্গে।"

এক বস্ত্রে দুজনেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। দু' দশ টাকা নগদ্ যা ছিল তাই অবলম্বন করেই বেরই।

ট্রাম্‌রাস্তার মোড়ে দাঁড়াই এসে।

ওই পথটুকুর মধ্যেই, হক্‌সাহেবের বাজারের ফলওলাকে, ভীম নাগের সন্দেশ এবং দ্বারিকের দইয়ের মুটেকেও, আমাদের বাড়ীর সন্ধান বাৎলে দিতে হয়। কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেটের মাখন-ওলাকে পর্য্যন্ত।

মামা ফির্‌ছেন! ফের্‌তা-পথেই এখন, টের পাওয়া যায় বেশ। ফিরে এলেন বলে'—এসে, এই ঘাড়ে পড়্‌লেন হয় তো!—

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট্ থেকে বিবেকানন্দ স্পার্ কদ্দূর আর? এস্পার্ কি ওস্পার্!—এবং মার্কেট্ থেকে মার্‌পিট্—কতটাই বা বানানের তফাৎ? এবং, তার কতই বা আর দেরি?

দুরু দুরু বুকে, কম্পিত পায়ে, চল্‌তি ট্রামেই ঝাঁপ্ দিয়ে উঠি। বুলুকেও টেনে নিই।

কাল্‌কের আনন্দবাজারে আমাদের নিরুদ্দেশের সংবাদ দেখ্‌বে। মামাই দিয়েছেন নিজে। অন্ততঃ, "বুলু, ফিরে এস, তোমার মামা মৃত্যু-শয্যায়, তোমাকে দেখবার জন্যে কোনো রকমে কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করে' বেঁচে আছেন। আর—আর—সেই বয়াটে হতভাগাকেও সঙ্গে করে' আন্‌তে চেষ্টা কোরো। ইতি, জীবন্মৃত তোমার মামা।"

নির্ঘাৎ পাবে দেখ্‌তে। বিজ্ঞাপনের পাতাটা একবার ওল্‌টাতে ভুলো না।

কিন্তু, আমরা এখন কোন্ ধারে পা বাড়াই? এস্থান ছেড়ে, এখানকার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে, মামার ত্রিসীমানা থেকে পালাতে হবে। কোথায় যাবো? বেলগেছের দিকে? না, বেলেঘাটাই ভালো হবে? কোন্‌টা বেশি নিরাপদ? কিম্বা রেলগাড়ী চড়ে' বেলঘোরের দিকেই কেটে পড়্‌ব না কি?

কিম্বা বেল্‌ভীডিয়ার্? পালিয়ে গিয়ে, সেইখেনে, লাট্ সাহেবের বাড়ীর আনাচে-কানাচে লুকিয়ে থাক্‌ব কোথাও?

বেলডাঙ্গা? বেল্‌ফাস্‌ট্? বেল্‌গ্রেড্? বেল্‌জিয়ম্? বেলিয়ারিক্ আইল্যাণ্ড্‌স্? আরো অনেক জায়গার কথা একে একে মনে পড়ে।

কিন্তু, এই বুডাপেস্‌টের হাত থেকে পরিত্রাণ কোথায়?……